প্রথম কোনও মহিলা মহাসচিব পেতে পারে জাতিসংঘ

সারে-জমিন

নদীর জলের স্রোতে রাস্তা ভেঙে প্লাবিত নানা গ্রাম

রূপসী বাংলা

বিস্ফোরিত এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট আবারো আলোচনায়

সম্পাদকীয়

মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার অন্যতম ব্যক্তিত্ব মিনহাজ

রবি-আসর

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১ অক্টোবর, ২০২৩
১৩ আশ্বিন ১৪৩০
১৫ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক
*Invitation price: RS. 3.00

বিশ্বকাপের দুটি মাসকটের নাম জানাল আইসিসি

খেলতে খেলতে

Vol.: 18 ■ Issue: 266 ■ Daily APONZONE ■ 1 October 2023 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

২০০০ টাকার নোট বদলের সময়সীমা এক সপ্তাহ বৃদ্ধি হল

আপনজন ডেস্ক: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ব্যাঙ্কে ২০০০ টাকার নোট জমা করার বা অন্য নোটের সাথে বিনিময় করার তারিখ ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শনিবার একটি সার্কুলার জারি করে বলেছে, ‘প্রত্যাহার প্রক্রিয়ার নির্ধারিত সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, পর্যালোচনার ভিত্তিতে, ২০০০ টাকার নোট জমা ও বিনিময়ের বিদ্যমান ব্যবস্থাকে ৭ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’ এর আগে জানানো হয়েছিল, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২০০০ টাকার নোট বদলানো না হলে পরের দিন অর্থাৎ ১অক্টোবর থেকে এর মূল্য শূন্য হয়ে যাবে। তবে, আরবিআই শনিবার জানিয়ে দেয় ২০০০ টাকার নোট বিনিময়ের সময়সীমা এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। এর আগে, এই বছরের ১৯ মে আরবিআই এক সার্কুলার জারি করে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ব্যাঙ্কে ২০০০ টাকার নোট জমা বা বিনিময় করতে বলেছিল। ব্যাঙ্কগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ১৯মে, ২০২৩ পর্যন্ত, মোট ৩.৫৬ লক্ষ কোটি টাকার ২০০০-এর নোট চালু ছিল। এর মধ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩.৪২ লক্ষ কোটি টাকার নোট ফেরত এসেছে। এখনও বাজারে আছে ০.১৪ লক্ষ কোটি টাকার নোট।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যন্তর মন্তরে হবে ধর্না, মোমবাতি মিছিল

দিল্লি চলো শুরু তৃণমূলের

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জি শনিবার তাঁর দলের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, তিনি স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে বাংলার জনগণের বৈধ পাওনা কেড়ে নেবেন। শনিবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম এলাকা থেকে বঞ্চিত জব কার্ডধারীদের নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে ১,৬০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে প্রথম বাসটি ছাড়ার সময় এই মন্তব্য করেন।

রাজ্যজুড়ে তৃণমূল পার্টি অফিসে সরাসরি সম্প্রচারিত ‘আ ফাইট ফর আওয়ার রাইটস’ শিরোনামের একটি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার ১৮ মিনিটের ভাষণে নরেন্দ্র মোদী সরকারের সমালোচনা করে বলেন, আমাদের বৈধ প্রতিবাদ করার অনুমতি না দিয়ে, শেষ মুহূর্তে ট্রেন বাতিল করে এবং ইডি ও সিবিআই নোটিশ পাঠিয়ে কেন্দ্র যদি মনে করে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের মনোবল ভেঙে দেবে, তাহলে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। আমরা ভিন্ন শক্তি দিয়ে তৈরি।

কলকাতা হাইকোর্ট অভিষেকের জিজ্ঞাসাবাদ যাতে ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে ইডিকে নির্দেশ দেওিয়ার একদিন না পেরতেই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অভিষেক দলীয় কর্মীদের প্রতি বার্তা দেন, প্রতিকূলতা যাই হোক না কেন, ২ ও ৩ অক্টোবর রাজধানীতে পূর্ব নির্ধারিত প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে।

ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ তৃণমূলকে বিশেষ ট্রেন না দেওয়ায় শনিবার বিকেলে কলকাতা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয় তৃণমূল কর্মী ও

বঞ্চিত জব কার্ডধারীদের বহনকারী প্রথম বাস। প্রায় ৫০ জন যাত্রী বহনকারী ২৪টি বাস এবং পাঁচটি ছোট গাড়ি ইতিমধ্যেই দিল্লিরও উদ্দেশে একে রওনা দিয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের বাইরে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল, যেখানে শুক্রবার থেকে সারা বাংলা থেকে ক্ষতিগ্রস্থ সুবিধাভোগীরা দলীয় সমর্থকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।

দলের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, সব মিলিয়ে প্রায় ৫০টি আন্তঃরাজ্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার মধ্যে খাবার, জল এবং ওষুধ ভর্তি রয়েছে।

ওই বাসে বসে থাকা এক জবকার্ড ধারী বলেন, এটা কোনো সমস্যা নয়। দরকার হলে আমরা পায়ে হেঁটে দিল্লি যাব, কিন্তু মোদী সরকারের দোরগোড়ায় আমাদের আওয়াজ পৌঁছে দেওয়ার জন্য যা যা করা দরকার তা আমরা করব। এটি মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বান এবং এটি আমাদের জন্য আবেগের বিষয়। আমরা এরই মধ্যে অনেক সমস্যায় আছি।আমরা বর্তমানে যে যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছি তার তুলনায় বাসে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার এই অতিরিক্ত ঝামেলা কিছুই নয় বলে জানান আরেক জন জব কার্ডধারী। দিল্লিতে রওনা দেওয়া বিক্ষোভকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা ছিলেন, যাদের মধ্যে কয়েকজনের সাথে শিশুরাও ছিল।

আসানসোল, ধানবাদ, বারাণসী, কানপুর এবং আগ্রার মধ্য দিয়ে দিল্লি পৌঁছানোর আগে প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে যানবাহনগুলি প্রায় ৪৮ ঘন্টা সময় নেবে। তৃণমূল সাংসদ, রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক এবং দলের রাজ্য স্তরের নেতাদের একটি দলও হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে কিংবা বিমানবন্দর থেকে বিমানে করে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লোকসভায় দলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত করেছেন, দুই দিনের বিক্ষোভের কৌশল চূড়ান্ত করতে নেতারা আগামীকাল দিল্লিতে একটি বিশেষ বৈঠকে বসবেন। তিনি বলেন, সংসদে আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বলে, বিজেপি তৃণমূল বিরোধী দল নয়। এটি এমন একটি দল যা বাংলার বিরোধিতা করে এবং তাদের বৈধ কণ্ঠরোধ করার জন্য সবকিছু করে। ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর দিন, তৃণমূল নেতারা দিল্লির মহাত্মার স্মৃতিসৌধ রাজঘাটে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন এবং ৩ তারিখ যন্তর মন্তরে একটি প্রতিবাদ সভা করবেন যা সকাল ১১ টায় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এ ব্যাপারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, এটা জনগণের আন্দোলন, তৃণমূলের নয়। আপনার বিবেকের জবাব দিন এবং বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়ান। এমএনআরইজিএ এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে রাজ্যের বর্তমান বকেয়া ১৫,০০০ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যের মোট পাওনা ১,১৫,০০০ কোটি টাকা হয়েছে বলে দাবি জানান অভিষেক। তিনি মোদিকে নিশানা করে বলেন, যদি যুক্তির খাতিরে আমি স্বীকার করি যে এই প্রকল্পগুলিতে দুর্নীতি হয়েছে, তাহলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আপনাকেকে বাধা দিয়েছে? কিন্তু ২০০ জনের পাপের জন্য ২.৫ কোটি মানুষকে মুক্তিপণ দেওয়ার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?

অভিষেক গান্ধি জয়ন্তীতে দিল্লির অবস্থান বিক্ষোভের সাথে সংহতি জানাতে পঞ্চায়েত স্তরের নেতাদের সমান্তরাল কর্মসূচি এবং মোমবাতি মিছিল করার আহ্বান জানান এবং পরের দিন যন্তর মন্তরে ধর্নার লাইভ স্ট্রিমিং কভারেজে অংশ নিতে বলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে অভিষেক বলেন, মোদী সরকার প্রধানমন্ত্রীর জন্য নতুন বিমান কেনার জন্য ৮০০০ কোটি টাকা এবং নতুন সংসদ ভবন নির্মাণের জন্য আরও কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে। প্রধানমন্ত্রী এবং উপরাষ্ট্রপতি তাদের নতুন বাড়ি নির্মাণ করছেন। কিন্তু তারা গরিব মানুষের মাথার ওপর ছাদ দেওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করতে চায় না। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় যদি বাংলার কোনও সাধারণ বিক্ষোভকারীকে হেনস্থা করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে আমরা জানি কীভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাথর দিয়ে ইটের জবাব দিতে হয়।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের উদ্দেশ্যে বকেয়া আদায়ের জন্য ৫০ লক্ষ চিঠি দিল্লিতে পৌঁছে গেছে।

কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে জাতিভিত্তিক জনগণনা হবে: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী শনিবার বলেছেন, তাঁর দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে দেশের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) মানুষের সঠিক সংখ্যা জানার জন্য জাতিভিত্তিক আদমশুমারি করা হবে। মধ্যপ্রদেশের শাজাপুর জেলার কালাপিপাল বিধানসভা কেন্দ্রে এক জনসভায় বক্তব্য রাখছিলেন তিনি।

রাহুল বলেন, ‘ক্ষমতায় আসার পর পরই আমরা প্রথম যে কাজটি করব তা হল দেশে ওবিসিদের সঠিক সংখ্যা জানার জন্য জাতিভিত্তিক আদমশুমারি করা, কারণ তাদের সঠিক সংখ্যা কেউ জানে না।

তার দাবি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও সচিব-সহ মাত্র ৯০ জন আধিকারিক দেশ চালাচ্ছেন, অথচ দেশের নীতি ও আইন প্রণয়নে বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কদের কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র তিনজন অফিসার ওবিসি থেকে এসেছেন। ভারতের ৪,৫০,০০,০ কোটি টাকার বাজেটে ওবিসি অফিসারদের অংশগ্রহণ মাত্র ৫ শতাংশ। অথচ ভারতে ওবিসি জনসংখ্যা ৫০ শতাংশ।

তিনি বলেন, জাতিগত আদমশুমারি ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। কটা ওবিসি আছে? তাদের অংশগ্রহণ কেমন হওয়া উচিত? আমি যখন জাতিগত আদমশুমারির প্রশ্ন উত্থাপন করি, তখন বিজেপির লোকেরা কাঁপতে শুরু করে। নরেন্দ্র মোদী পালাতে শুরু করেন। অমিত শাহ (কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) হিন্দু-মুসলিম করবেন। রাহুলের অভিযোগ, আরএসএস এবং আমলারা নির্বাচিত বিজেপি সদস্যদের পরিবর্তে আইন প্রণয়ন করছে। মধ্যপ্রদেশকে দেশে দুর্নীতির ‘কেন্দ্রস্থল’ আখ্যায়িত করে রাহুল বলেন, ‘ব্যাপমের মতো কেলেঙ্কারি রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। এমবিবিএস ডিগ্রি বিক্রি হচ্ছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও বিক্রি হচ্ছে, মহাকাল লোক করিডোর নির্মাণে দুর্নীতি হচ্ছে। তাঁর দাবি, গত ১৮ বছরে ১৮ হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। তার মানে রাজ্যে প্রতিদিন তিনজন কৃষক আত্মহত্যা করছেন।

রাহুল বলেন, আদানি এবং মহিলাদের সংরক্ষণ নিয়ে রাহুল বলেন, সরকারের উচিত জনগণের জন্য চলা। কোনও সংস্থা বা এক বা দু’জন বড় শিল্পপতির জন্য নয়। আমি সংসদে আদানির বিষয়টি উত্থাপন করেছি। আমি বক্তব্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদানির সুরক্ষার জন্য বিজেপি আমার লোকসভা সদস্যপদ বাতিল করে দেয়। আদানি বিমানবন্দর, অবকাঠামো থেকে শুরু করে ধানের সাইলো পর্যন্ত সর্বত্র দেখা যাবে। তারা প্রতিদিন কৃষক ও মানুষের পকেট থেকে টাকা নিচ্ছে।

ক্লাবের অনুদান দেওয়া বন্ধের ঘোষণা রাজ্যের

আপনজন ডেস্ক: গত ২২ শে আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্য সরকার দুর্গাপূজা আয়োজনের জন্য রাজ্য জুড়ে ৪৩,০০০ ক্লাবের প্রত্যেককে ৬০,০০০ টাকা (গত বছরের চেয়ে ১০,০০০ টাকা বেশি) অনুদান দেবে। সেই খবরে আনন্দের সুবাতাস বইলেও অবশেষে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর কোনও ক্লাবকে সরকারি অনুদান দেওয়া হবে না। নবান্ন সূত্রে খবর, ক্লাবগুলির প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নারাজ হওয়ার পিছনে অনুদান পেয়ে ক্লাবগুলি কোনও হিসাব না দেওয়াই প্রধান কারণ। তবে, এই অনুদান দেওয়া নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় যখন কলকাতা হাইকোর্টে এক পুজো কমিটির দায়র করা মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্য সরকারের অনুদান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, আমি অনেক মামলা শুনেছি, যেখানে মানুষ বেতন পাচ্ছেন না, চাকরি পাচ্ছেন না, পেনশন পাচ্ছেন না। আর পুজো কমিটিকে টাকা দেওয়া হচ্ছে। সেই মন্তব্যের কয়েকদিন পর রাজ্য সরকার পুজো কমিটিগুলিকে আর অনুদান না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্য সরকার শর্ত দিয়েছিল, যে সব ক্লাব সংগঠন এই অর্থ নিচ্ছে, তাদের খরচের হিসাব (ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট) জমা দিতে হবে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্লাবই সেই হিসাব জমা দিতে পারেনি। মূলত সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরের বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ক্লাবগুলির পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য প্রথম বছরে এককালীন ২ লাখ টাকা দেওয়া শুরু করে।

পরবর্তী ৩ বছর ১ লাখ করে মোট পাঁচ লাখ টাকা পেত। যদিও কোভিড পর্বে, ২০২০ সাল থেকে এই প্রকল্পে অর্থ দেওয়ার কাজ স্থগিত রাখা হয়। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এই অনুদান আর দেওয়া হবে না। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রথম বছর ৭৮১টি ক্লাব এই অনুদান পেয়েছিল। সেই খাতে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল রাজ্য সরকার। পরের বছর ১৫০০ ক্লাবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার জন্য রাজ্য সরকারকে অতিরিক্ত ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হয়েছিল।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ২৬৬ সংখ্যা, ১৩ আশ্বিন ১৪৩০, ১৫ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

জাপানের 'পলিটিক্যাল ফান্ড কনট্রোল ল' বা 'রাজনৈতিক তহবিল নিয়ন্ত্রণ আইন' অনুসারে দেশটির আইনপ্রণেতাগণ রাজনৈতিক বিভিন্ন গ্রুপ হইতে তহবিল সংগ্রহ করিতে পারেন। অর্থাত্ আইন অনুসারে ইহা নিষিদ্ধ নহে।

তবে দেশটির নির্বাচন আইন অনুসারে, নির্বাচনের পূর্বে যদি কোনো গ্রুপ সরকারের সঙ্গে বাণিজ্যে সম্পৃক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে কোনো তহবিল গ্রহণ করা যাইবে না।

ইহা ছাড়াও জাপানের আইন অনুসারে সংগৃহীত তহবিল ঘোষণা করিতে হয়।

এই ক্ষেত্রে অতি সামান্য ব্যত্যয় ঘটিয়াছে প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে। উহা প্রকাশ পাইয়াছে সম্প্রতি। প্রথমত, ২০২১ সালে তহবিল সংগ্রহের সময় মাত্র কয়েক লক্ষ ইয়েনের গরমিল ধরা পড়িয়াছে; 'ধরা পড়িয়াছে' না বলিয়া 'চোখে পড়িয়াছে' বলিলেই উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হইবে।

উল্লেখ থাকে, জাপানের ১ লক্ষ ইয়েনের মূল্য ৬৭০ ডলার মাত্র।

আরো একটি অভিযোগ উঠিয়াছে যে, দাতা সংস্থার নাম সঠিকভাবে উল্লেখ এবং তহবিল প্রদানের তারিখ সঠিকভাবে প্রদর্শিত হয় নাই।

অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর অফিস বলিয়াছে, ইহা 'ক্লারিক্যাল' বা 'দাপ্তরিক' ভুল হইয়াছে এবং তাহা সংশোধন করা হইয়াছে।

তাহা হইলে কী হইবে, জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইবার কারণে গত মাসে প্রধানমন্ত্রী কিশিদা তাহার কেবিনেটের চার জন সদস্যকে ছাঁটাই করিয়াছেন।

নূতন কেবিনেট সদস্যরা স্বীকার করিয়াছেন, এই তহবিল সংগ্রহ লইয়া কিছু অনিয়মের ঘটনা ঘটিয়াছে।

জাপানসহ উন্নত দেশগুলিতে তহবিল সংগ্রহের এই আইনগত বৈধতা রহিয়াছে। ইহার কারণ হইল, ঐ সকল দেশ সাধারণত তহবিল সংগ্রহ লইয়া এতটাই স্বচ্ছ হইয়া থাকে যে, ইহা সম্পর্কে সাধারণ্যের জ্ঞাতসারেই গৃহীত হয়।

পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল বিশ্বে এই ধরনের তহবিল সংগ্রহে কোনো আইনগত বৈধতা নাই। কিন্তু বাস্তবে তহবিল সংগ্রহের হোলি খেলা চলিতে থাকে।

কোনো রকমের জবাবদিহিতার বালাই থাকে না। এই সকল দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কথিত চাঁদা গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষমতায় থাকাকালীন কোনো ধরনের উচ্চবাচ্য হয় না, কিন্তু ক্ষমতা হইতে নামিয়া গেলেই বাহির হইয়া আসে থলের বিড়াল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবার যাহাদের নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করা হয়, তাহাদের নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে। তাই এক কথায় বলা যায়, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক দল নির্বাচনের জন্য যেই তহবিল সংগ্রহ করিয়া থাকে, যাহাকে 'সফট মানি' বলা হয়; বর্তমানে ইহাকে 'ননফেডারেল কন্ট্রিবিউশন' অথবা 'পেপার মানি'ও বলা হইয়া থাকে।

কারণ এই অর্থ ডিজিটাল মুদ্রা, যেমন–বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি অথবা কোনো ধরনের ভার্চুয়াল মুদ্রার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় না।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

এমন এক বিষয়–যাহা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বমহলের সদিচ্ছা থাকিতে হয়। আমরা সম্প্রতি দেখিয়াছি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সিনেটর বব মেনেনডেজ স্বর্ণের বার, ডলার উপহার লইয়া তাহার ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের তাহারই দলের কিছু সদস্য ইতিমধ্যেই তাহাকে পদত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

কেহ কেহ আগ বাড়াইয়া বলিয়াছেন, তিনি পদত্যাগ না করিলে তাহার কোনো কথাই তাহারা শুনিবেন না।

যে কোনো দল কিংবা যে কোনো জনপদে এই নৈতিকতা এবং জবাবদিহিতা তৈরি না হইলে সেইখানে যেই তিমির জমিয়া থাকে, তাহা সেই তিমিরেই থাকিয়া যায়।

●●●●●●●●●●●●

বিস্ফোরিত এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট আবারো আলোচনায়

কানাডা ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হওয়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে ১৯৮৫ সালে বোমা হামলার ঘটনা আবারো সংবাদে উঠে এসেছে। গত সপ্তাহে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, তার দেশ ব্রিটিশ কলম্বিয়ার এক শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে 'বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ' তদন্ত করে দেখছে। লিখেছেন **শরণ্যা হৃষীকেশ**।

কানাডা ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হওয়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে ১৯৮৫ সালে বোমা হামলার ঘটনা আবারো সংবাদে উঠে এসেছে। গত সপ্তাহে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, তার দেশ ব্রিটিশ কলম্বিয়ার এক শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে 'বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ' তদন্ত করে দেখছে।

ভারত এই অভিযোগকে 'অবান্তর' হিসেবে উড়িয়ে দিয়েছে।

এরপর থেকে ভারতের অনেক ভাষ্যকার ১৯৮৫ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে বোমা হামলার বিষয়টিকে সামনে এনেছেন, যেটি 'কনিস্ক বোম্বিং' নামে পরিচিত।

কারণ বোয়িং ৭৪৭ এর নামকরণ করা হয়েছিল সম্রাট কনিস্কের নামে। সেই ঘটনার পরও দিল্লি-অটোয়া সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল।

কী হয়েছিল ১৯৮৫ সালে?

এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইট ১৯৮৫ সালের ২৩শে জুন কানাডা থেকে লন্ডন হয়ে ভারতে যাওয়ার সময় আয়ারল্যান্ডের উপকূলে বিস্ফোরিত হয়। এতে বিমানে থাকা ৩২৯ আরোহীর সবাই নিহত হন।

বিস্ফোরণের কারণ ছিল বিমানে থাকা একটি সুটকেসের ভেতরে রাখা বোমা। সুটকেসটি যে টিকিটের আওতায় বিমানে তোলা হয়েছিল সে ব্যক্তি অবশ্য বিমানে ওঠেনি।

নিহতদের মধ্যে ছিল ২৬৮ জন কানাডার নাগরিক, যাদের বেশিরভাগই ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং ২৪ জন ভারতীয় নাগরিক। মাত্র ১৩১টি মরদেহ সাগর থেকে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

বিমানটি যখন আকাশে উড়ছিল তখন টোকিওর নারিতা বিমানবন্দরে আরো একটি বিস্ফোরণ হয়, যাতে বিমানবন্দরের দুই কর্মী নিহত হন।

পরে তদন্তে জানা যায়, ওই বোমাটি ফ্লাইট নম্বর ১৮২ লক্ষ্য করে পেতে রাখা হয়েছিল। ওই ফ্লাইটটি ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার যেটি জাপান থেকে ব্যাংককে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বোমাটি আগেই বিস্ফোরিত হয়।

হামলার পেছনে কারা ছিলেন?

কানাডার তদন্তকারীরা বলেন, বোমা হামলার পরিকল্পনায় ছিল শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যারা ১৯৮৪ সালে পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ভয়ংকর অভিযানের বদলা নিতে চেয়েছিলেন।

হামলার কয়েক সপ্তাহ পরে রয়াল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ তালবিন্দার সিং পারমার নামে একজন শিখ নেতাকে গ্রেফতার করে। তিনি বাব্বার খালসা নামে চরমপন্থি একটি গ্রুপের প্রধান ছিলেন, যেটি এখন ভারত ও কানাডা দুই দেশেই নিষিদ্ধ।

এছাড়া ইন্দারজিৎ সিং রেয়াত নামে আরো একজনকে গ্রেফতার করা হয়, যিনি পেশায় একজন ইলেকট্রিশিয়ান। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য রাখা এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়।

কিন্তু পারমারের বিরুদ্ধে মামলাটি বেশ দুর্বল ছিল এবং তাকে মুক্তি দেয়া হয়। তাকে ১৯৮০'র দশকের শুরুর দিকে কানাডা থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় ভারত।

তদন্তকারীরা এখন বিশ্বাস করেন যে ওই হামলার মূল পরিকল্পনাকারী ছিল পারমার। তিনি ১৯৯২ সালে ভারতে পুলিশের হাতে নিহত হন।

এরপর ২০০০ সালে কানাডার ভাঙ্কুভারের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী রিপুদামান সিং মালিক এবং ব্রিটিশ কলম্বিয়ার মিল শ্রমিক আজাইব সিং বাগড়িকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং গণহত্যাসহ নানা অভিযোগ আনা হয়।

প্রায় দুই বছর ধরে বিচারকাজ চলার পর ২০০৫ সালে এই দুই ব্যক্তিকেই তাদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ থেকে খালাস দেয়া হয়। বিচারক বলেন, মামলায় 'তথ্যগত ত্রুটি' রয়েছে এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে মূল সাক্ষ্য দিয়েছেন তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

বিবিসি তখন নিজস্ব প্রতিবেদনে বলেছিল যে, এই রায়টিতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকে এবং আদালতের কক্ষে বসে নিহতদের স্বজনরা কান্নাকাটি করছিল।

বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিমান হামলার এই ঘটনায় শুধু রেয়াত নামের একজন ব্যক্তিকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। জাপানের বোমা হামলায় সংশ্লিষ্টতার কারণে ১৯৯১ সালে যুক্তরাজ্যে তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। ২০০৩ সালে ফ্লাইট ১৮২-তে বোমা হামলার ঘটনায় কানাডার একটি আদালতে তাকে নরহত্যার দায়ে আরো পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এছাড়া মালিক ও

এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইট ১৯৮৫ সালের ২৩শে জুন কানাডা থেকে লন্ডন হয়ে ভারতে যাওয়ার সময় আয়ারল্যান্ডের উপকূলে বিস্ফোরিত হয়। এতে বিমানে থাকা ৩২৯ আরোহীর সবাই নিহত হন।

বিস্ফোরণের কারণ ছিল বিমানে থাকা একটি সুটকেসের ভেতরে রাখা বোমা। সুটকেসটি যে টিকিটের আওতায় বিমানে তোলা হয়েছিল সে ব্যক্তি অবশ্য বিমানে ওঠেনি।

বাগড়ির মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার দায়ে তাকে আরো কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

তদন্ত সমালোচিত হয়েছিল কেন?

কানাডার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হামলা প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়া এবং সঠিকভাবে তদন্ত পরিচালনায় করতে না পারার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

মালিক এবং বাগড়িকে খালাস দেয়ার ঘটনায় নিহতদের স্বজনদের ব্যাপক ক্ষোভের মুখে কানাডার সরকার সুপ্রিম কোর্টের সাবেক এক বিচারককে প্রধান করে ২০০৬ সালে বোমা হামলার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

এই তদন্ত কমিটির অনুসন্ধান শেষ হয় ২০১০ সালে। তারা বলেন, "অতিমাত্রায় ধারাবাহিক ভুলের কারণে কানাডার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে।"

তদন্তে পাওয়া যায়, হামলার কয়েক মাস আগে বেনামী এক সাক্ষী কানাডার পুলিশকে সম্ভাব্য বিমান হামলা সম্পর্কে অবহিত করেছিল।

তদন্তে আরো বেরিয়ে আসে যে হামলার কয়েক সপ্তাহ আগে কানাডার গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা পারমার এবং রেয়াতকে অনুসরণ করে ভাঙ্কুভার দ্বীপের একটি জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল। সেখানে তারা 'একটি বড় বিস্ফোরণের শব্দ' শুনতে পায়। কিন্তু তখন সেটিকে তেমন পাত্তা দেয়া হয়নি।

লন্ডন এবং কানাডায় ১৯৯০'র দশকে আলাদা ঘটনায় দুই শিখ সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছিল, যারা এই বিচারের মূল সাক্ষী হতে পারতেন। এদের মধ্যে একজনকে আগেই একটি গোলাগুলির ঘটনায় আহত হওয়ায় হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে হতো।

কানাডার গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্মকর্তা ২০০০ সালে একটি সংবাদপত্রকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, দুই শিখ সন্দেহভাজনের ১৫০ ঘণ্টার টেলিফোনালাপের টেপ পুলিশের কাছে হস্তান্তর না করে তিনি সেটি ধ্বংস করেছিলেন। কারণ এতে তথ্য দাতার পরিচয় ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

এরপর কী হলো?

২০১০ সালে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার নিহতদের স্বজনদের কাছে জনসমক্ষে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

তিনি বলেন, বছরের পর বছর ধরে তাদের "জবাব পাওয়ার ন্যায়সম্মত অধিকার এবং সহমর্মিতাকে প্রশাসনিকভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।"

রেয়াতকে ২০১৬ সালে তার নয় বছরের কারাদণ্ডের দুই-তৃতীয়াংশ পার হওয়ার পর কানাডার একটি কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। একই সাথে সে কানাডার যে কোন জায়গায় বসবাস করতে পারবে বলেও অনুমোদন দেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন বিশেষজ্ঞরা।

গত বছর ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারে এলাকায় রিপুদামান সিং মালিককে তার গাড়িতে গুলি করে হত্যা করা হয়। পুলিশ একে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে উল্লেখ করে এবং এ ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়।

চলতি বছরের শুরুর দিকে এয়ার ইন্ডিয়ায় বোমা হামলার ৩৮ বছরে অ্যাঙ্গাস রিড ইন্সটিটিউটের একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

যেখানে বলা হয়, এই মর্মান্তিক ঘটনা 'কানাডার ইতিহাসের তুলনামূলক অজানা একটি অংশ।' তারা বলে, এই হামলা সম্পর্কে কানাডার প্রতি ১০ জনের মধ্যে নয় জনেরই খুব কম বা একেবারেই কোন ধারণা নেই।

ভারতে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

এয়ার ইন্ডিয়ায় বোমা হামলার ঘটনা দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের বেদনাদায়ক স্মৃতি হয়ে আছে। কারণ নিহতদের মধ্যে অনেকেই কানাডার নাগরিক হলেও তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছিল, যাদের স্বজনরা ভারতের বসবাস করতো। তারা মনে করে যে, ভুক্তভোগীরা ন্যায় বিচার পায়নি।

কানাডার আইনজীবী রিচার্ড কুয়ান্স ২০০৬ সালে নিহতদের কিছু স্বজনদের সাথে দেখা করতে ভারতে যান।

তিনি বিবিসিকে বলেন, ভারতে থাকা ভুক্তভোগীদের স্বজনরা মনে করে যে তাদেরকে 'বিচার ব্যবস্থা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে' এবং যে প্রক্রিয়ায় মালিক ও বাগড়িকে খালাস দেয়া হয়েছিল সেটি নিয়েও তাদের মনে প্রশ্ন আছে।

সে সময় এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইটে কো-পাইলটের স্ত্রী অমরজিৎ ভিন্দার বিবিসিকে বলেছিলেন, বোমা হামলার ঘটনায় নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ভারতীয় পরিবারগুলো নিজেদেরকে 'অবহেলিত' মনে করেছে।

দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক টানাপোড়েন এই মর্মান্তিক ঘটনাকে আবারো ভারতে আলোচনায় এনেছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় একজন মন্ত্রী সম্প্রতি এ ঘটনা টুইট করে বলেছেন, এই বোমা হামলা ভারতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নিন্দনীয় বিমান সন্ত্রাসের মধ্যে একটি। যারা এই ঘটনাকে সহ্য করেছে এবং এমনকি ক্ষমাও করেছে তার সমালোচনা করেন তিনি।

বোমা হামলার আগে ও পরে কানাডার কর্তৃপক্ষের ভুল পদক্ষেপের বিষয়ে একাধিক সংবাদ প্রতিবেদন ও মতামতও প্রকাশিত হয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে নিহতদের স্বজনরা তাদের যন্ত্রণার কথা বলে আসছেন।

"এয়ার ইন্ডিয়া বোমা হামলার সাথে যারা কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাদের সাথে আমি এখনো দেখা করি। আমার কিন্ডারগার্টেনে পড়ুয়া মেয়ের শিক্ষকের সহপাঠী এতে নিহত হয়েছিলেন। এটা অবাক করার মতো যে, বোমা হামলাটা কত ব্যাপকভাবে কানাডিয়ানদের প্রভাবিত করেছিল," বলছিলেন সুশীল গুপ্ত, মাত্র ১২ বছর বয়সে যার মা মারা গিয়েছিল।

সৌ: বিবিসি নিউজ (বাংলা)

এরদোগান যেভাবে একই সঙ্গে পুতিন ও জেলেনস্কিকে 'ম্যানেজ' করছেন

মানসুর মিরোভালেভ

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান মনে করেন, রাশিয়া ও পশ্চিম 'সমান' নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। ১৮ সেপ্টেম্বর সম্মিলিত পশ্চিমা শক্তির ওপর তুরস্কের নির্ভরযোগ্যতা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) যোগদানের জন্য তুরস্কের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় স্থবিরতা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করতে গিয়ে এমন মন্তব্য করেন এরদোগান।

মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম পিবিএসকে এরদোগান বলেন, 'পশ্চিমা শক্তির ওপর যতটা নির্ভর করা যায়, রাশিয়ার ওপরও ততটা নির্ভর করা যায়। ৫০ বছর ধরে, আমরা ইইউর দোরগোড়ায় অপেক্ষা করে আছি। এই মুহূর্তে, আমি পশ্চিমাদের মতো রাশিয়াকেও বিশ্বাস করি।'

৪ সেপ্টেম্বর রাশিয়া সফরে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর এরদোগান এ-ও বিশ্বাস করেন যে, ক্রেমলিনের অধিকর্তা ইউক্রেনে বাজেভাবে তাঁর আটকে যাওয়া থেকে অতিসত্বর বেরিয়ে আসতে চান। এরদোগান বলেন, 'পুতিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই যুদ্ধ শেষ করার পক্ষে। এটাই তিনি বলেছেন। আমি তাঁর এ মন্তব্য বিশ্বাস করি।'

এরদোগানকে আপাতদৃষ্টে 'নির্বোধ' বলে মনে হতে পারে। তবে তিনি যুদ্ধরত দুই পক্ষ, পশ্চিমা শক্তি, চীন এবং তাঁর নিজের পক্ষের মধ্যে একটি সতর্ক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছেন। পাঁচ বছর ধরে দীর্ঘ অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতি এবং এ বছরের ভয়াবহ ভূমিকম্পের ধাক্কার মধ্যে এরদোগানের এ ভারসাম্যমূলক অবস্থান তাঁর জন্য ও তাঁর দেশের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা এনে দিয়েছে।

কিয়েভভিত্তিক বিশ্লেষক অ্যালেক্সি কুশ বলেন, এরদোগানের ভূরাজনীতি দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমা, রাশিয়া ও চীনকে কেন্দ্র করে ভূরাজনীতির তিনটি বিরোধমূলক অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে। প্রতিটি দিক থেকে, এরদোগান সর্বাধিক সুবিধা পাচ্ছেন–বাজার, প্রযুক্তি এবং পশ্চিম থেকে অর্থনীতি আধুনিকীকরণ, সস্তা কাঁচামাল, জ্বালানি এবং রাশিয়া থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আর চীন থেকে পণ্য সরবরাহের ট্রানজিট ও বিনিয়োগ।

তবে কিছু ইউক্রেনীয়র কাছে, এরদোগানের এই ভারসাম্য বজায় রাখায় বিষয়টি নিন্দনীয় মনে হতে পারে।

তুরস্কে নিয়মিত ছুটি কাটানো কিয়েভভিত্তিক এক আইটি বিশ্লেষক ভ্যালেনটিন আলেক্সাসেঙ্কো বলেন, 'তিনি (এরদোগান) একজন বাজার ব্যবসায়ীর মতো; তিনি হাসি দেবেন এবং আপনার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন কিন্তু তিনি মূলত আপনার কাছে অর্থ চান এবং অন্য ক্রেতার কাছে যাতে আপনি তাঁর জন্য সুপারিশ করেন।'

তবে এরদোগানের অবস্থান কিয়েভের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে সহায়তাই করে। তিনি ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কিকে 'প্রিয় বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন। সম্প্রতি তাঁকে ইস্তাম্বুলে লালগালিচা সংবর্ধনা দিয়েছেন। রাশিয়ার হাতে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি এবং কৃষ্ণসাগর দিয়ে ইউক্রেনীয় গম পাঠানোর জন্য 'শস্য চুক্তি'র মেয়াদ বাড়ানোর জন্য মধ্যস্থতায়ও এগিয়ে এসেছেন।

এরদোগানের জামাতার কোম্পানিতে নির্মিত ড্রোন রাশিয়ার সেনাদের বিরুদ্ধে এতটাই প্রাণঘাতী ও কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে যে,

সেই ড্রোন কেনার পর ইউক্রেন তুরস্ক থেকে আরও সরঞ্জাম কেনার তালিকা পাঠায়।

ইস্তাম্বুলের ইসিক ইউনিভার্সিটির সেদা দেমিরালপ বলেন, এরদোগানের প্রতিবন্ধকতাই দেশের ভেতরে তাঁর পক্ষ নিতে কাজ করে। কারণ তাঁর ভোটাররা বুঝতে পারেন যে, বেশির ভাগ ইইউ সদস্য তাদের রাষ্ট্রকে জোটটিতে প্রবেশ করতে দিতে কতটা অনিচ্ছুক এবং অভিবাসনের বিষয়ে পশ্চিমাদের দ্বিচারিতাও, যা তাদের মধ্যে পশ্চিমাবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে।

সেদা দেমিরালপ বলেন, তাঁর (এরদোগান) ভোটাররা নিশ্চিত যে একটি স্বাধীন অবস্থান তুরস্কের স্বার্থের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকার বয়ে আনবে। তুর্কি ভোটাররা পশ্চিমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রশংসা করে আবার একই সঙ্গে এ-ও উপলব্ধি করে যে, তুরস্ক কখনোই পশ্চিমের কাছে সমান অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হয় না।

ওয়াশিংটন ডিসি-ভিত্তিক একটি থিঙ্কট্যাংক মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটের তুর্কি বংশোদ্ভূত বিশ্লেষক গনুল তোল বলেন, এরদোগানের দিক থেকে চিন্তা করলে, তাঁর জন্য এমন নীতি অনুসরণ করা পুরোপুরি যুক্তিসংগত, যা একচেটিয়াভাবে একটি পক্ষকে সমর্থন করে না। কারণ, তিনি পশ্চিম বা রাশিয়া কাউকেই দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন না।

অন্যদিকে, ব্রাসেলস, ওয়াশিংটন আর মস্কোরও বারবার এরদোগানের কাছে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, তাঁকে নিয়ে তাদের মধ্যে যতই হতাশা কাজ করুক না কেন।

আবার এরদোগান ও পুতিনের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত যোগসূত্র রয়েছে। দুজনেরই রাজনৈতিক গতিপথ কিছুটা একই। দুজনই পঞ্চাশের দশকে জন্মগ্রহণ করেছেন। উভয়েই দুই দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় আছেন। এর মধ্য দিয়ে ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠা এবং তাঁদের জাতীয়তাবাদী নীতির কারণে সমালোচকেরা সমালোচনা করে থাকেন। যদিও এরদোগান ও তাঁর সমর্থকেরা এসব সমালোচনাকে পাত্তা দেন না।

উভয় নেতাই তাঁদের জাতির সাম্রাজ্যবাদী শাসনকাল নিয়ে নস্টালজিক। সব ধরনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেই শাসনকালের চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন তাঁরা। এর জন্য উভয়ই একই ধরনের ভিত্তি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তুরস্কের প্রধান মিত্র আজারবাইজানের রাজধানী বাকু-ভিত্তিক বিশ্লেষক এমিল মুস্তাফায়েভ বলেন, সময়ই দেখিয়েছে যে উভয় নেতাই তাঁদের জাতির স্বার্থকে অনুসরণ করেন। এর জন্য তাঁরা একই সঙ্গে একমতও হতে পারেন এবং আপসও করতে পারেন।

রাশিয়ান জার এবং অটোমান সুলতানেরা এক ডজনবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। জার শাসক নিকোলাস এক ১৮৬০ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ক ও পশ্চিমা শক্তির ক্রিমিয়ান যুদ্ধে তুরস্ককে 'ইউরোপের অসুস্থ জাতি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, যা আজও বিখ্যাত হয়ে আছে।

তবে দেড় শতাব্দী পরে সেটিই আবার রাশিয়ার জন্য খাটে, যখন মস্কো ক্রিমিয়াকে অধিগ্রহণ করে নেয় এবং ইউক্রেন যুদ্ধের মাধ্যমে সেই একই শক্তিগুলোর মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে।

২০১৫ সালে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের নাজুক হয়ে পড়া ক্ষমতাকে উদ্ধার করতে রাশিয়া তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে সময় তুর্কি বিমানবাহিনী একটি রুশ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছিল। সে সময় আঙ্কারা অভিযোগ করেছিল, তাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছিল রুশ যুদ্ধবিমানটি। এ ঘটনা তখন দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে। মস্কো তুরস্কের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তুরস্কে চার্টার ফ্লাইট নিষিদ্ধ করে। রাশিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানিকারক কোম্পানি গ্যাজপ্রমও তুরস্কে ১ হাজার ১০০ কিলোমিটারের পাইপলাইন নির্মাণ স্থগিত করে দেয়।

কিন্তু দুই দেশের মধ্যে এ উত্তেজনা শিগগিরই শেষ হয়ে যায়। রাশিয়ান গ্যাস চলে যায় তুরস্কে, এমনকি পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত। মস্কো এমনকি আঙ্কারাকে ৬০০ মিলিয়ন ডলারের গ্যাস বিল পরিশোধের সময় আরও পিছিয়ে দেয়।

জার্মানিতে একটি রাশিয়ান প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ক্রেমলিন এখন তুরস্কে একটি গ্যাস হাব তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি রয়টার্সের এক প্রতিবেদন বলছে, হাবটির ওপর কার নিয়ন্ত্রণ থাকবে, তা নিয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে না পারায় পরিকল্পনাটি স্থগিত হয়ে গেছে।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

প্রথম নজর

অবৈধ পার্কিং, দেড় হাজারের বেশি গাড়ি বাজেয়াপ্ত সৌদিতে

আপনজন ডেস্ক: বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য বরাদ্দ করা জায়গা দখল করে পার্কিং করায় সৌদি আরবে এক হাজার ৭৯০টি গাড়ি জব্দ করা হয়েছে।
দেশটি সাধারণ ট্রাফিক অধিদফতর জানায়, মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত পার্কিং বিধানগুলোর প্রতি সম্মান ও সম্মতি কার্যকর করার লক্ষেই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
সৌদির ট্রাফিক বিভাগ এক এক্স বার্তায় জানায়, সৌদির বিভিন্ন এলাকায় সফলভাবে ই অভিযান চালানো হয়েছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য বরাদ্দ করা জায়গার যথাযথ ব্যবহার ও পার্কিং ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফেরানোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে অভিযান চালানো হয়েছে।
ট্রাফিক জেনারেল ডিরেক্টরেটের মুখপাত্র জোর দিয়ে জানান, সব এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি বাড়াতে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে জনসাধারণকে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ করা জায়গায় বেআইনিভাবে যারা পার্কিং করেন তাদের ওপর আরোপিত জরিমানার বিষয়ে স্পষ্ট করেছে ট্রাফিক বিভাগ। মূলত আইন ভঙ্গকারীদের ৫০০ থেকে এক হাজার সৌদি রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা করা হচ্ছে।

ফ্রান্সে ছারপোকার তাণ্ডব, অতিষ্ঠ জনগণ

আপনজন ডেস্ক: ছারপোকার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ ইউরোপের দেশ ফ্রান্সের জনগণ। রক্তচোষা এই পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে দেশটির সরকার। বাড়িতে তো উৎপাত রয়েছেই, রাজধানী প্যারিসের থিয়েটার, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এবং হাসপাতালগুলোতেও যখন-তখন ছাড়পোকার কামড় খাচ্ছে মানুষ। ছারপোকার অত্যাচারে বিরক্ত মানুষেরা ভোগান্তির এসব ভিডিও পোস্ট করছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তবে প্যারিসে অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই ছারপোকার উৎপাত সহ্য করছে মানুষ, যা সম্প্রতি বিরাট আকার ধারণ করেছে। সাধারণত রাতে রক্ত চুষতে বের হলেও এখন দিনেও দেখা মিলছে পতঙ্গটির।
এদিকে, সামনের বছর প্যারিসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অলিম্পিক গেমস। অলিম্পিক গেমস আয়োজনের আগে ছাড়পোকার উৎপাত দুশ্চিন্তায় ফেলেছে ম্যাক্রোঁ সরকারকে।
এরইমধ্যে, পোকাটি দমনে শুরু হয়েছে অভিযান। পরিস্থিতি মোকাবেলায় পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অপারেটরদের সাথে জরুরি বৈঠকও ডেকেছেন পরিবহন মন্ত্রী। ভ্রমণের সময় সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় গঠন করা হতে পারে বিশেষ টাস্কফোর্স।
এ প্রসঙ্গে, ফ্রান্সের আইনপ্রণেতা মাউদ গ্যাটেল বলেন, ছারপোকা মোকাবেলায় কী করতে হবে সে সম্পর্কে জানে না এমন মানুষের সংখ্যা অনেক। অলিম্পিক গেমসের সময় যেহেতু কাছাকাছি চলে এসেছে, সেক্ষেত্রে সিটি কাউন্সিলের কাছে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।
গবেষণার তথ্য বলছে, প্যারিসের প্রতি দশটি পরিবারের একটিতে রয়েছে ছাড়পোকার সমস্যায়। প্রায়ই লাখ লাখ ইউরো খরচ করে ছাড়পোকা দমনে বিশেষ অভিযান চালায় ফরাসি সরকার। তবে তাতে খুব বেশি লাভ হয় না। মূলত, শহরের জনসংখ্যা আর যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধিকেই এ জন্য দায়ী করা হচ্ছে।

অচল হওয়ার পথে মার্কিন সরকার

আপনজন ডেস্ক: সরকার পরিচালনা নিয়ে ভয়াবহ বিপদে পড়েছে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্র।
শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) মার্কিন পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের কট্টরপন্থি রিপাবলিকান সদস্যরা সরকারকে অস্থায়ীভাবে অর্থায়নের জন্য প্রস্তাবিত একটি বিল প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর ফলে রোববার (১ অক্টোবর) থেকে আংশিকভাবে অচল হতে চলেছে দেশটির ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) সংস্থাগুলো, সেই সঙ্গে অচল হয়ে পড়বে বাইডেন সরকার।
তবে হাউজ স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি আশা ছাড়ছেন না। শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) আবারও ভোট হওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়, শনিবার পর্যন্ত মার্কিন সরকারকে সচল রাখতে স্থানীয় সময় শুক্রবার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে স্বল্পমেয়াদি তহবিল বিল পাসের চেষ্টা করা হয়। তবে সেখানে রিপাবলিকানদের আপত্তিতে বিলটি অনুমোদন পায়নি। চূড়ান্ত পর্বে বিলের বিপক্ষে ২৩২ ও পক্ষে ১৯৮টি ভোট পড়ে। গত এক দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে চতুর্থ বারের মতো শাটডাউন হতে চলেছে। মার্কিন অর্থনীতিবিদদের ধারণা, দেশটিতে দুই থেকে চার সপ্তাহের শাটডাউন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
শাটডাউনের ফলে কোনো ধরনের আর্থিক প্রণোদনা ছাড়াই চাকরিচ্যুত হতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক লাখ সরকারি কর্মচারী। কেবল যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী না থাকলে সরকারি কার্যক্রম চালানো সম্ভব না তাদেরই রাখা হবে, তা-ও আবার বিনা বেতনে। এখন সরকারের শাটডাউন ঠেকাতে সামান্য কিছু বিকল্প রয়েছে বাইডেন প্রশাসনের হাতে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, ফেডারেল কর্মীদের ছুটি দীর্ঘ করা ও সামরিক বাহিনীকে বেতন ছাড়াই কাজ চালিয়ে যাওয়া। আসন্ন শাটাডাউনের ফলে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচার বিভাগ, পরিবহন বিভাগসহ বিভিন্ন খাত সরাসরি প্রভাবিত হবে। ফলে দেশটিতে সরকারি সেবা অনেকটাই কমে যেতে পারে। মুডি'স অ্যানালিটিক্সের অর্থনীতিবিদ জাস্টিন বেগলি বলেছেন, চরম রাজনৈতিক দলাদলি আজ আমাদের এমন পরিস্থিতিতে অবস্থা এমন যে, যেসব কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয়, তারাও পূর্ণ বেতন পাবেন না। তবে শাটডাউন শেষ হলে তাদের পুরো বেতন দিয়ে দেওয়া হবে।
এদিকে, বিষয়টি মার্কিন অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে, পরিস্থিতি কতটা খারাপ হতে পারে, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ভিন্ন মত দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছেন, শাটডাউনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেডিট রেটিং ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া হলে, সেটা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করার ক্ষমতাকে ক্রেডিট রেটিং বলা হয়। এমন পরিস্থিতিতে ঋণের বিপরীতে সুদের হার বাড়িয়ে দিতে পারে বাইডেন প্রশাসন।
গত সপ্তাহের শুরুতে মুডি'স অ্যানালিটিক্স সতর্ক করে দিয়েছিল যে, শাটডাউন মার্কিন সরকারের ক্রেডিট রেটিংকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। সংস্থাটির রেটিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেডিট রেটিং এখনো 'এএএ' ক্যাটাগরিতে রয়েছে। তবে গত মাসে ফিচ রেটিংসের জরিপে মার্কিন ক্রেডিট রেটিং এক ধাপ নিচে নেমেছে। 'এএএ' মানে হলো, কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক রেকর্ড খুব ভালো ও ঋণ ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। 'বিএ' মানে হলো, প্রতিষ্ঠানের কিছু ঝুঁকি রয়েছে। অন্যদিকে রেটিং 'সি' মানে হচ্ছে সেখানে আসল ও মুনাফা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। জাস্টিন বেগলি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় এক চতুর্থাংশই সরকারি ব্যয়। যদি সেই ব্যয়টি 'গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ' হয়, তবে এটি বিনিয়োগ ও খরচের উপর খুব বাজেভ প্রভাব ফেলবে, যা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে। হোয়াইট হাউজ কাউন্সিল অব ইকোনমিক অ্যাডভাইজারের চেয়ারম্যান জ্যারেড বার্নস্টেইনের মতে, প্রতি সপ্তাহে শাটডাউন অব্যাহত থাকে, ত্রৈমাসিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ০ দশমিক ১ থেকে ০ দশমিক ২ শতাংশ পয়েন্ট ক্ষতি হতে পারে।

প্রথম কোনও মহিলা মহাসচিব পেতে পারে জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ ৭৮ বছর ধরেই জাতিসংঘের মহাসচিবের পদটি পুরুষের দখলে রয়েছে পুরুষের। তবে আগামী ২০২৭ সালে পরবর্তী যে মহাসচিব নির্বাচিত হবেন, তিনি নারী হতে পারেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এক প্রতিবেদনে সিএনএন জানায়, ২০২৬ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এখনও অনেক সময় বাকি। এর মাঝেই বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের স্থলাভিষিক্ত কে হচ্ছেন– তা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা।
এদিকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে কয়েকজনের নাম আসছে আলোচনায়ও। তবে জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ সূত্র জানিয়েছে, এ দৌঁড়ে এগিয়ে আছেন বারবাডোসের প্রধানমন্ত্রী মিয়া মোটলি। তাকেই প্রথম নারী মহাসচিব বলে ধারণা করা হচ্ছে।
২০২৭ সালের জানুয়ারিতে জাতিসংঘের নতুন মহাসচিব দায়িত্ব নেবেন। সাধারণত পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে মহাসচিব বাছাই করা হয়ে থাকে। সে অনুযায়ী ধারণা করা হচ্ছে, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে পরবর্তী মহাসচিব বেছে নেওয়া হতে পারে।
সম্প্রতি মিয়া মোটলির কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব পদে লড়তে চান কিনা। এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে মোটলি ইতিবাচক আচরণ করে হাসি দিয়ে চলে যান। সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রধানমন্ত্রী রালফ গনসালভেস বলেছেন, মোটলি প্রার্থী হিসেবে অনুমোদন পেলে জয়ী হবেন। মোটলি জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে ভালো কাজ করতে পারবেন বলেও তিনি মনে করেন।

বাংলাদেশের রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ব্রিটেনে সড়ক নিরাপদ করতে মসজিদের প্রচারণা

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটেনের পশ্চিম মিডল্যান্ডের মসজিদগুলো বেপরোয়া গাড়ি চালানো বন্ধের ব্যাপারে একটি যৌথ প্রচারাভিযান শুরু করেছে। বার্মিংহাম অঞ্চলের সড়কে মৃত্যু ও আহতের পরিমাণ উদ্বেগজনক ও ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। স্মল হিথে অবস্থিত গ্রিন লেন মসজিদের সামনে জুন মাসের বিভিন্ন সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশুসহ চারজন নিহত হয়। তাদের একজন রাস্তা পার হওয়ার সময় মারা যায়।
নিজস্ব কর্মসূচি ছাড়াও মসজিদগুলো অন্যান্য সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করেছে। যেমন– 'বেটার স্ট্রিটস ফর বার্মিংহাম' ক্যাম্পেইন, 'দ্য সেফ স্ট্রিটস নাউ' ক্যাম্পেইন, মিডল্যান্ডের মেয়র এন্ডি স্ট্রিট আয়োজিত 'এ সেফার রোড' ক্যাম্পেইন ইত্যাদি।
গ্রিন লেন মসজিদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা বলেন, এ বছর দুঃখজনকভাবে বার্মিংহামে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা স্থানীয় মসজিদগুলোসহ অন্যান্য সম্প্রদায়কে সরাসরি প্রভাবিত করছে। জনসাধারণের পাশাপাশি আমরা পুলিশকে আরো বেশি সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানাই। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা যেসব দাবি জানিয়েছে তা হলো– বেপরোয়া গাড়ি চালানোর হুমকি থেকে নিরাপত্তা চাই; পথচারী, সাইকেল ও খেলাধুলার নিরাপদ স্থান চাই এবং সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের জন্য ন্যায়বিচার চাই।
উল্লেখ্য, ব্রিটেনসহ ইউরোপের মসজিদগুলো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করে থাকে। তারা জনকল্যাণে কাজ করে, যা ইসলামের শিক্ষা।

ইউক্রেনের অস্ত্র তৈরিতে আগ্রহী আফ্রিকা: কিয়েভ

আপনজন ডেস্ক: কিয়েভের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা শিল্প ফোরামে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্রো কুলেবা বলেছেন, আফ্রিকান দেশগুলো কিয়েভ থেকে শুধু অস্ত্র কিনতেই আগ্রহী নয়, বরং সেগুলো তৈরি করতেও আগ্রহী। ৩০টিরও বেশি দেশ এবং ২৫০টি প্রতিরক্ষা সংস্থার কর্মকর্তারা এ ফোরামে অংশ নিতে জড়ো হয়েছিলেন। ইউক্রেন তার দেশীয় অস্ত্র শিল্পকে শক্তিশালী করতে অস্ত্র প্রস্তুতকারকদের আকৃষ্ট করতে চায়। তাই এ ফোরামের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার বন্ধ দরজার পেছনে অনুষ্ঠিত একটি প্যানেল আলোচনায় কুলেবা বলেন, 'পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধ শুরুর আগে আফ্রিকা ছিল ইউক্রেনের সামরিক পণ্যের বৃহত্তম বাজারগুলোর মধ্যে একটি।'
ইউক্রেনীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইউক্রেন বর্তমানে আফ্রিকার কাছে কোনো অস্ত্র বিক্রি করতে পারছে না। আফ্রিকান দেশগুলো তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডে ইউক্রেনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদন করতে আগ্রহী। কুলেবা বলেন, আফ্রিকান অংশীদাররা অনুধাবন করছে, ইউক্রেনীয় অস্ত্রগুলো অত্যন্ত উচ্চ মানের হবে। গত বছর রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পর থেকে কিয়েভ পশ্চিমা সহায়তার ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। কিন্তু মিত্রদের সমর্থন নড়বড়ে হওয়ার আশঙ্কার মধ্যে ক্রমবর্ধমানভাবে দেশটি নিজস্ব অস্ত্র শিল্পকে শক্তিশালী করতে চাইছে।

বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে নিউ ইয়র্ক শহরের বিভিন্ন এলাকা

আপনজন ডেস্ক: শক্তিশালী ঝড় ও ভারি বৃষ্টিপাতে আকস্মিক বন্যার কারণে নিউ ইয়র্ক সিটিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।
আকস্মিক বন্যায় শহরের অনেক পাতাল রেল, রাস্তা এবং মহাসড়ক প্লাবিত হয়েছে। এ ছাড়া লগার্ডিয়া বিমানবন্দরের অন্তত একটি টার্মিনাল শুক্রবার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
শহরের কিছু অংশে ৮ ইঞ্চি (২০ সেমি) পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং শুক্রবারের পরেও আরো বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছেন।
গভর্নর ক্যাথি হচুল বলেছেন, 'ঝড়টি খুব বিপজ্জনক ছিল। পুরো অঞ্চল জুড়ে যে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছে, আমি নিউ ইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড এবং হাডসন উপত্যকা জুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছি।'
তিনি জনগণকে নিরাপদে থাকতে বলেছেন এবং প্লাবিত রাস্তায় ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তবে এখন পর্যন্ত কোনো মৃত্যু বা গুরুতর আহতের খবর পাওয়া যায়নি।
নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে হাডসন নদীর ওপারে নিউ জার্সির শহর হোবোকেনেও জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।
নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস জনগণকে সতর্ক করে বলেছেন, জরুরি অবস্থা জারি করার সময় এটি। তিনি এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, 'আমাদের কিছু সাবওয়ে প্লাবিত হয়েছে এবং শহরের চারপাশে চলাফেরা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।'

মালদ্বীপে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: চিনপন্থী বলে পরিচিত মোহামেদ মুইজুর জয়!

আপনজন ডেস্ক: মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চীনপন্থী হিসেবে পরিচিত মোহামেদ মুইজু জয়ী হয়েছেন বলে স্থানীয় মিডিয়া দাবি করেছে। এতে বলা হয়, শনিবার অনুষ্ঠিত 'রান-অফ' প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মালের মেয়র এবং প্রগ্রেসিভ পার্টি অব মালদ্বীপস (পিপিএম) এবং পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস জোটের প্রার্থী মুইজু ৫৩.৭৬ ভাগ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। আর ভারতপন্থী হিসেবে পরিচিত বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ ৪৬.২৮ ভাগ ভোট পেয়েছেন।
উল্লেখ্য, গত ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত প্রথম রাউন্ডের নির্বাচনে মুইজু ৪৬ ভাগ এবং সলিহ ৩৯ ভাগ ভোট পেয়েছিলেন। ওই নির্বাচনে আট প্রার্থীর কেউ ৫০ ভাগ ভোট না পাওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী শনিবার দ্বিতীয় রাউন্ডের ভোট আয়োজন করা হয়।
উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মালদ্বীপ পরিণত হয়ে গেছে ভারতপন্থী বা চীনপন্থী হিসেবে বিভক্ত।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, সলিহ ভারত-প্রথম নীতিতে বিশ্বাসী আর মুইজু চান চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে।
উল্লেখ্য, কট্টর চীনপন্থী হিসেবে পরিচিত আবদুল্লা ইয়ামিনকে পরাজিত করে ২০১৮ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন সলিহ। তিনি নির্বাচিত হওয়ার পরই ভারতের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে শুরু করেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩০ মি.

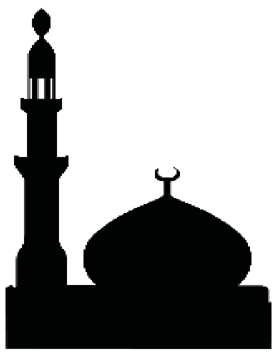

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৮	৫.২৮
যোহর	১১.৩১	
আসর	৩.৪৫	
মাগরিব	৫.৩০	
এশা	৬.৩৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৯	

ফেরিতে আগুন, ১৭৭ জনকে উদ্ধার করল ইতালি

আপনজন ডেস্ক: ইতালিতে একটি ফেরিতে অগ্নিকাণ্ডের পর অভিবাসীসহ দেড় শতাধিক যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। ল্যাম্পেদুসা থেকে সিসিলি যাওয়ার ফেরিটির ইঞ্জিন রুমে স্থানীয় সময় শনিবার ভোরে আগুন লাগে। কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, ল্যাম্পেদুসা থেকে দক্ষিণ সিসিলির পোর্টো এমপেডোকল পর্যন্ত চলাচল করা ফেরিটিতে ২৭ ক্রু সদস্য, ৮৩ অভিবাসীসহ ১৭৭ জন ছিল।

অভিযানে 'সন্ত্রাসী চক্রের হোতা' নিহত, দাবি পাক সেনাবাহিনীর

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খাইবার পাখতুনখোয়ায় পরিচালিত এক সেনা অভিযানে ফয়সাল নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নিহত ওই ব্যক্তি পাকিস্তানের সন্ত্রাসী ও জঙ্গি চক্রের অন্যতম হোতা ছিলেন বলে দাবি করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ শাখা ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর)। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর খাইবার পাখতুনখোয়ার মারদান ও কুররম জেলায় সেনা অভিযান পরিচালনা করেছে সেনা সদস্যদের দল। এই অভিযানে কথিত 'সন্ত্রাসী চক্রের হোতা' ফয়সাল এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সদস্য ল্যান্স নায়েক ঘাইরাত খান নিহত হয়েছেন।
আইএসপিআর-এর তথ্যানুযায়ী, মরদান জেলার কাতালাং এলাকায় সেনাসদস্যদের গুলিতে নিহত হয়েছেন ফয়সাল। হত্যার পর তার গোপন ডেরা থেকে কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ জব্দ করা হয়েছে।
নিহত ফয়সাল আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর হাইলি ওয়ান্টেড টার্গেট ছিলেন। বহুদিন ধরেই তাকে খোঁজা হচ্ছিল, শুক্রবারের বিবৃতিতে জানিয়েছে আইএসপিআর। পাকিস্তান সেনাবহিনীর ল্যান্স নায়েক ঘাইরাত খান অবশ্য মারদান অভিযানে নিহত হননি; তিনি প্রাণ হারিয়েছেন কুররম অভিযানে।

জিম্বাবুয়েতে বিমান বিধ্বস্তে নিহত ৬

আপনজন ডেস্ক: জিম্বাবুয়েতে একটি মাইনিং কোম্পানির মালিকানাধীন ছোট বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। শুক্রবারে ঘটা এ দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা ৬ জন যাত্রী মারা গেছেন বলে জানিয়েছেন দেশটির বিমান কর্তৃপক্ষ। জিম্বাবুয়ের সিভিল এভিয়েশন অথরিটির পরিচালক এলিজা চিঙ্গোশো জানিয়েছেন, বিমানটি জিম্বাবুয়ের রিওজিম লিমিটেডের ছিল। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম জিম্বাবুয়ের মুরোওয়া ডায়মন্ডস খনির কাছে বিধ্বস্ত হয়। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, বিমানটি সেসনা ছোট বিমান।

নাগোর্নো-কারাবাখে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন জাতিসংঘের

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবেশি দুই দেশ আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে থাকা বিতর্কিত অঞ্চল নাগোর্নো-কারাবাখে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে জাতিসংঘ। ৩০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো অঞ্চলটিতে মোতায়েন হতে চলেছে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা।
শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এক ঘোষণায় জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক জানান, অঞ্চলটিতে চলমান সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি, সীমান্তে মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে কাজ করবেন শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা। সম্প্রতি, নাগোর্নো কারাবাখ দখলে নেয় আজারবাইজানের সামরিক বাহিনী। এরপর থেকে অঞ্চলটি ছাড়তে শুরু করেন সেখানে বসবাসরত আর্মেনিয়ানরা। এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন সীমান্ত এলাকায়। এ ঘটনার পরপরই সেখানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানায় আর্মেনিয়া।

প্রথম নজর

দীর্ঘ ভোগান্তির পর পথশ্রীতে মিলল রাস্তা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণ করে মানুষের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি নিস্পত্তি করলো গলসি ২ পঞ্চায়েত সমিতি। গলসি ২ নং ব্লকের মসজিদপুর অঞ্চলে ভুঁড়ি গ্রামের ডাঙ্গা থেকে ইটারু হয়ে নবগ্রাম পর্যন্ত কমবেশি ২ কিমি ওই রাস্তার উদ্বোধন করা হল আজ। উদ্বোধন করেন, গলসি ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লিলি মোল্লা। তিনি জানিয়েছেন, দুটি ভাগে রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথমে ভুঁড়ির ডাঙ্গা থেকে ইটারু আমতলা পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা তারপর নবগ্রাম পর্যন্ত পিচের রাস্তা। যাতে ব্যায় হয়েছে ৫৯ লক্ষ টাকা। সমিতির ওই কাজে উপকৃত হয়েছেন এলাকার অসংখ্য মানুষ। জানাগেছে, এলাকার ভুঁড়ির ডাঙ্গা থেকে ইটারু হয়ে নবগ্রাম যাওয়ার এক কিমি রাস্তার বেহাল দশা ছিল। যা নিয়ে দীর্ঘদিন মানুষের ভোগান্তি ছিল চরমে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হলেই ডাঁঙার মোড় থেকে বেশ কিছুটা রাস্তা জলে ডুবে যেত।

জালনোট সহ এক যুবক গ্রেফতার

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ফের বড়সড় সাফল্য সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের। এবার বিপুল পরিমাণ জালনোট সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর পিলকি মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই যুবকের নাম নুর ইসলাম শেখ(২২)। তার বাড়ি সুতি থানার অন্তর্গত হারুয়া গ্রামে। ধৃতের কাছ থেকে মোট ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।সব গুলোই পাঁচশো টাকার নোট বলেই জানিয়েছে পুলিশ। শনিবার ধৃত যুবককে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। কোথা থেকে জাল নোটগুলো নিয়ে এসে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল এবং জাল নোট কারবারের সঙ্গে আর কারা জড়িত পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

পুরসভার অধিকাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেঙ্গু টেস্ট হচ্ছে: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গুর বারবাড়ন্ত। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পৌরসভা তরফ থেকে একাধিক উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে। ডেঙ্গু রুখতে এবার কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, যাদবপুরের গাঙ্গুলি বাগান মোড় থেকে জনসচেতনতা পদযাত্রা করেন।
ফিরহাদ হাকিম বলেন, ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন হতে হবে। মানুষ সচেতন না হলে কিছুই করা সম্ভব না। পৌরসভা যথেষ্ট কাজ করছে। অতীন ঘোষ, দেবাশিষ কুমার রোজ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েন।
কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে মশার আঁতুরঘর তৈরি হচ্ছে। রেলের জায়গাতেও একই অবস্থা।
পৌরসভার কর্মীরাও কাজ করছে। এখানেই দেখলাম যে নির্মীয়মান বাড়ি চারপাশে নোংরা আবর্জনা পড়ে রয়েছে। একটা জায়গার জন্য পুরো যাদবপুর এলাকায় মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হবেন এটা ঠিক নয়। আপনারা পাশে থাকলে, এই লড়াইয়ে সাফল্য লাভ করব।
স্বাস্থ্যবিভাগে কি ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে মেয়র বলেন,সব স্বাস্থ্য সেন্টার খোলা। ছুটি বাতিল হয়েছে। প্লেটলেট টেস্ট হচ্ছে, আগে এই টেস্ট হত না। কলকাতা পুরসভার অধিকাংশ জায়গার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই প্লেটলেট টেস্ট করা হচ্ছে। ডেঙ্গু ট্র্যাকিং কার্ড করা হয়েছে। যতটা সম্ভব আমরা ট্র্যাক করছি।
উত্তর কলকাতার থেকে দক্ষিণ কলকাতায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশি কেন?
এর উত্তরে ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা প্রথম ব্রিটিশ আমল থেকেই ডেভলপমেন্ট। আর দক্ষিণ কলকাতার দিকে, প্রচুর খালি জায়গায় মানুষ ময়লা ফেলা বন্ধ করলে এখানেও সম্ভব।
দিল্লিতে ধর্নার আগে অভিষেককে তার মধ্যে ইডির তলব প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, আমরা চলি সম্মুখ পানে কে ভয় করবে? আমরা ভয় করবো না ,ভয় করব না।

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে চিকিৎসক ও নার্সদের হুমকি

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঢুকে চিকিৎসক ও নার্সদের হুমকি এক দুষ্কৃতির।
গতকাল রাতে আনুমানিক দশটা নাগাদ বীরভূমের রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক দুষ্কৃতী তার আত্মীয়কে দেখা করার জন্য ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ঢোকার চেষ্টা করে।
সেখানে থাকা ডাক্তার ও নার্সরা তাকে বারণ করেন এবং বলেনন সময় শেষ হয়ে গেছে এখন আপনি দেখা করতে পারবেন না। তখন তিনি একটি আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে প্রাণের ভয় দেখিয়ে ডাক্তার ও নার্সদের। এরপর তিনি তার আত্মীয়-সঙ্গে দেখা করেন। এই ঘটনার আতঙ্কে রয়েছে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্স।
বিষয়টি তারা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানালে রাত্রি ডেটটা নাগাদ হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায় করেন। আজ অভিযুক্ত হানিফ শেখ কে গ্রেফতার করেন রামপুরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় তার বাড়ি রামপুরহাট থানার পৌরসভার ১৫নম্বর ওয়ার্ডে। আজ হানিফ শেখকে রামপুরহাট মহকুমা আদর তোলা হয়। সেখানে তাকে বিচারক পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

নদীর জলের স্রোতে রাস্তা ভেঙে প্লাবিত বামনগোলার নানা গ্রাম

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: একের পর এক রাস্তায় ভেঙে গোটা এলাকায় প্লাবিত। চলাচলের একমাত্র ভরসা নৌকা। মেলেনি কোন সাহায্য দিন কাটছে আতঙ্কে। জলের শব্দে ঘুম উঠেছে বাসিন্দাদের। বাড়ি থেকে চোখ ফেরালেই চারিধারে জল আর জল। চারদিন ধরে রাস্তা ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে বামনগোলা ব্লকের জগদল্লা, গোবিন্দপুর-মহেশপুর, চাঁদপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রায় ১৫টি গ্রাম। সে গ্রামের মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরানো তো দূরের কথা, ত্রিপল এবং শুকনো খাবারটুকুও পৌঁছয়নি বলে অভিযোগ। বাড়ির চারপাশে থইথই করছে পুনর্ভবা নদীর জল।
স্রোতের শব্দে বুক কেঁপে উঠছে পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলা আশুবালা সরকারের।
তিনি বলেন, "তার বাড়িতে রয়েছে অন্তঃসত্বা মেয়ে রয়েছে। পুনর্ভবা নদীর জলের স্রোতে রাস্তা ভেঙে বাড়ি এখন জলে ডুবে যাওয়া অবস্থা। যোগাযোগের মাধ্যম বলতে একমাত্র নৌকা। স্রোতের কারণে নৌকায় যাতায়াত ঝুঁকির হয়ে উঠেছে।" অন্তঃসত্বা মেয়েকে নিয়ে আতঙ্কের প্রহর গুনতে হচ্ছে বাসিন্দারা।
তাঁর মতোই অন্তঃসত্ব মেয়ে, বউমাকে নিয়ে আতঙ্কের প্রহর গুনছেন পুনর্ভবা নদীর জলে প্লাবিত বামনগোলা ব্লকের খুটাদহ, বটতলির আটটি পরিবার।
অভিযোগ, গ্রামে পৌঁছয়নি ব্লক প্রশাসনের কর্তারাও। ফলে, প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জলবন্দি প্রায় ২০ হাজার মানুষ।
আশাকর্মী প্রমিলা বিশ্বাস বলেন, "বটতলি, খুটাদহ গ্রামের আটজন মহিলা অন্তঃসত্বা রয়েছে। তাঁদের আচমকা প্রসব যন্ত্রণ হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছানো যাবে না। প্রসুতি মেয়েদের নিয়ে আমারও রাতের ঘুম উড়েছে।" শুক্রবার, গ্রামগুলিতে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যান বামনগোলা পঞ্চায়েত সমিতির নারী, শিশু ও ত্রাণ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ রাজিতা কিস্কু। তাঁকে কাছে পেয়ে ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা। রাজিতা বলেন, "১০০টি ত্রিপল, কিছু শুকনো খাবার নিয়ে গ্রামগুলিতে পৌঁছেছি। যা পর্যাপ্ত নয়। ব্লক প্রশাসনকে পুরো ঘটনার রিপোর্ট দেব। বামনগোলা ব্লকের বিডিও রাজু কুণ্ডু বলেন, "পঞ্চায়েতগুলিতে ত্রাণ পৌঁছানোর হয়েছে। এ ছাড়া পঞ্চায়েতগুলোতে ত্রাণ শিবির খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে গ্রামবাসীদের দাবি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
গ্রামবাসীদের দাবি, খুটাদহ, বটতলি, আদাডাঙা, সোনঘাট, তালভিটা, তালতলা, রাঙামাটি, হরিপাল পাড়া, সোনঘাটের মতো জলবন্দি গ্রামগুলিতে পৌঁছানোর সীমান্ত রোড, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা ছিল। গত জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরেছে। জলের তলার রয়েছে খুটাদহ হাই স্কুল, বটলতি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খুটাদহ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র।
এ ছাড়া সীমান্তে বিএসএফের ক্যাম্পও জলের তলায় রয়েছে। সীমান্তের রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় যাতায়াতের সমস্যায় পড়েছে বিএসএফও। জলের তোড়ে রাস্তার মতো প্রচুর বাড়ি ভেঙেছে। জলের তলায় গিয়েছে বিঘার পর বিঘা ধানের জমিও।
গ্রামবাসী ঝর্ণা রায় বলেন, "ব্লকে সদরে পৌঁছানোর জন্য আমাদের কাছে নদী ছাড়া কোনও রাস্তায় নেই। তবুও আমাদের নিরাপদ স্থানে সরানো হচ্ছে না।" বাড়ির মতো আমরাও জলে ভেসে গেলে কী ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের, প্রশ্ন করেন তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উকিলের হাটে নবী দিবস পালন ও রক্তদান শিবির

সেখ নুরুদ্দিন ● নামখানা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের উকিলের হাটে তিন দিন ভর উদযাপিত হল সুন্দরবন শান্তি ও সত্য সেবা সংঘের উদ্যোগে নবী সা. দিবস উৎযাপন ও রক্তদান শিবির। ২৮ থেকে ৩০সে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলল নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জীবনী ও আদর্শ আলোচনা। প্রথম দিনে শান্তিপূর্ণ মিছিলে যোগদান করেন এলাকার বহু মানুষ। দিন ভর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন,- সুন্দরবন শান্তি ও সত্য সেবা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আনিসুদ্দিন খাঁন, সংসমাজসেবী সফিকুল ইসলাম, শিক্ষক ডঃ পরিতোষ মাইতি, কান্তি মন্ডল (বাবলু), এনায়েতপুর মাদ্রাসার শিক্ষক সেপকাতুল্লা গাজী ও স্থানীয় বহু আলেম ওলামা।এই অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় বহু গুণীজনকে। এই অনুষ্ঠানে অন্যতম অঙ্গ ছিল রক্তদান কর্মসূচি। সর্ব ধর্মের মানুষ রক্তদানে এগিয়ে আসেন। কাকদ্বীপ হাসপাতাল ও ওম নামক বেসরকারি মেডিকেল টিমের সহযোগিতায় মোট ২৫৬ জন রক্তদান করেন।

প্রতিবাদে বাধা বিজেপির, সরব তৃণমূলের জেলা সভাপতি

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের এমজিএনআরইজিএ-র আওতায় একশো দিনের কাজে রাজ্যের পাওনা আটকে রাখার কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ও আবাস যোজনার টাকা আদায়ের দাবিতে দিল্লিতে ৩ অক্টোবর প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু বিভিন্ন ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তৃণমূলের প্রতিবাদকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেও তৃণমূলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এ রাজ্য থেকে তৃণমূল সমর্থকদের নিয়ে দিল্লি যাওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে পূর্ব রেলের কাছে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করতে যে আর্জি জানানো হয়েছিল তা খারিজ করে আইআরসিটিসি শুক্রবার জানিয়ে দিল তাদের পক্ষে বিশেষ ট্রেন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রেল তৃণমূল কংগ্রেসকে এই ট্রেন না দেওয়ায় রাজনৈতক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুললেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । আর একই অভিযোগে শনিবার বনগাঁ জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, 'একুশে জুলাই এর মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে দিল্লিতে গিয়ে গণ আন্দোলন করবে ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকরা । সেই মতো বিশেষ ট্রেন বুক করা হয়েছিল, কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আগের দিনই সেই ট্রেনের অনুমোদন বাতিল করা হয় রেলের পক্ষ থেকে । এই বিশেষ ট্রেনের অনুমোদন বাতিল করে বিজেপি প্রমাণ করলো তারা সাধারণ মানুষের এই গণ আন্দোলনকে ভয় পেয়েছে ।' কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করে বিশ্বজিৎ আরও বলেন, 'দিল্লিতে ১ লক্ষ লোকের শিবিরের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেছে, কৃষি ভবনের সামনে আন্দোলনের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বাড়ির সামনে আন্দোলনের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, ওরা গরিবের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা করছে, তবে আমাদের আন্দোলন চলবে।

র‍্যাগিংয়ের শিকার প্রয়াত ছেলের স্মৃতিতে রক্তদান

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: কয়েকমাস আগে এক হৃদয়বিদারক ঘটনায় নিজের সদ্য আঠারো পেরোনো ছেলে সৌরদীপ চৌধুরীকে হারিয়েছেন মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ডাঃ সুদীপ চৌধুরী। দক্ষিণ ভারতে বিজয়ওয়াড়ার কলেজ হোস্টেলে র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে ছেলে সৌরদীপের মৃত্যু হয়েছে বলে সৌরদীপের বাবার অভিযোগ।
ন্যায়বিচার চেয়ে আইনী লড়াইয়ে ইতিমধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে ডাঃ সুদীপ চৌধুরী। এরই মাঝে ছেলের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ছেলের নামে ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছেন সুদীপ চৌধুরী।পাশে পেয়েছেন তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের । শুক্রবার বিশ্ব হৃদয় দিবসের দিন প্রারম্ভিক ভাবে পথচলা শুরু করলো সৌরদীপ ফাউন্ডেশন। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রাক্তনী সৌরদীপের স্বপ্ন ছিল বি টেক ইঞ্জিনিয়ার হবার। ছেলের স্বপ্নকে ও স্মৃতি কে বাঁচিয়ে রাখতে সমস্যায় থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের তথা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে সুদীপবাবু এই ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছেন।
শুক্রবার বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় মেদিনীপুর শহরের পঞ্চুর চকে রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে আয়োজিত এই কর্মসূচির শুরুতে প্রয়াত সৌরদীপের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রতিকৃতির সামনে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে সৌরদীপকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।
এরপরে বিভিন্ন বক্তা র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার হন তেমনি হার্ট কিভাবে ভালো রাখা যায় সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এদিন আলোচনায় অংশ নেন সমাজকর্মী নারায়ণ কান্ডার, ডাঃ বিমল গুড়িয়া এবং সৌরদীপের পিতা ডাঃ সুদীপ চৌধুরী। আবৃত্তি করেন শুভদীপ বসু।উপস্থিত ছিলেন কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শান্তি সরকার,অধ্যাপক ড.বিশ্বজিৎ সেন, চিকিৎসক ডাঃ দেবব্রত চ্যাটার্জী, সমাজকর্মী কুন্দন গোপ,প্রধান শিক্ষক ড.প্রসুন কুমার পড়িয়া, সমাজকর্মী সুব্রত রায়, সমাজকর্মী দীপক বসু,ডাঃ অনুপম নায়েক,ডাঃ বিশ্বজিৎ পড়িয়া, শিক্ষক শুভেন্দু ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা ও চৌধুরী পরিবারের শুভানুধ্যায়ীরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া।

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা বৃদ্ধের

সারিউল ইসলাম ● জিয়াগঞ্জ

আপনজন: শুক্রবার সন্ধ্যায় জিয়াগঞ্জ থানার আমাইপাড়া এলাকায় নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। ঘটনায় অভিযুক্ত বৃদ্ধ বাবলু শিলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বছর দশের ওই নাবালিকার অভিভাবক বাড়িতে ছিলোনা, ওই সময় সেই বৃদ্ধ চকলেটের লোভ দেখিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় তারপর সেখানে ধর্ষণের চেষ্টা করলে ওই নাবালিকা চিৎকার করতে থাকে। আওয়াজ শুনে প্রতিবেশীরা এসে বৃদ্ধকে আটকে রাখে এবং পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ধৃতকে থানায় নিয়ে যায়। শনিবার তাকে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

পলিটেকনিক ছাত্রদের বিক্ষোভ

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: পলিটেকনিক কলেজ বোর্ড অফ কাউন্সিলিং বিরোদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ডায়মন্ড হারবার পলিটেকনিক কলেজ ক্যাম্পাসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে পলিটেকনিক কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা। মূলত ছাত্র ছাত্রীদের দাবি ডায়মন্ড হারবার পলিটেকনিক কলেজে ফুট ম্যাকানিকাল সিভিল দ্বিতীয় বর্ষের অধিকাংশ পড়ুয়া ফেল করেছে। এতে কাউন্সিলের গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। এছাড়াও তাদের দাবি বোর্ড অফ কাউন্সিল পাঠানো প্রশ্ন (কোষচেন) হঠাৎ করে পরিবর্তন করে দিচ্ছে এবং ৬ মাসের সিলেবাস সেটা ৩ মাসে শেষ করিয়ে দিচ্ছে। আবার খাতা রিভিউ করতে তিনশত টাকা করে ধার্য করায় বহু গরীব ছাত্র ছাত্রী খাতার রিভিউ করতে পারছে না।

দিল্লি যাত্রা নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের সংবাদ সম্মেলন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন:, দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংবাদিক সম্মেলন বালুরঘাটে। বালুরঘাট পুরসভার সুবর্ণতটে আয়োজিত এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতিমৃণাল সরকার, সহ-সভাপতি সুভাষ চাকি,জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান নিখিল সিংহ রায়, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অম্বরিশ সরকার সহ আরো অনেকে। মূলত ১০০ দিনের টাকা ও আবাস যোজনার টাকার দাবি নিয়ে আগামী ২ অক্টোবর ও ৩ অক্টোবর দিল্লিতে তৃণমূলের কর্মসূচি রয়েছে। ১০০ দিনের টাকা ও আবাস যোজনার টাকার দাবি নিয়ে দিল্লিতে ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেছে রাজ্যের শাসকদল। সে বিষয় নিয়েই এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।
এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মৃণাল সরকার জানান, 'দিল্লিতে হতে চলা আমাদের কর্মসূচিকে আটকে দিতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া নিয়ে যে আন্দোলন সংগঠিত হতে চলেছে, তাকে রুখে দেবার চক্রান্ত করছে বিজেপি। সেই বিষয় নিয়েই আজ আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলন।'
অন্যদিকে, এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অম্বরিশ সরকার জানান, 'বাংলার মানুষের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেবার দাবিতে দিল্লিতে আমাদের কর্মসূচি রয়েছে। ২ কোটি ৬৫ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডার রয়েছেন এই বাংলায়। গত দু'বছর ধরে তাঁরা যে কাজ করেছেন ১০০ দিনের প্রকল্পের আওতায়, তারা সেই টাকা আজও পাননি।

কন্যা সন্তান হওয়ায় বধূ নির্যাতনের অভিযোগ

রঙ্গিলা খাতুন ● সালার

আপনজন: ২৪ লক্ষ টাকা খরচ করে বিয়ের পরেও কন্যা সন্তান হওয়ায় বধূ নির্যাতনের অভিযোগ খোদ ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর বিরুদ্ধে।
জানা গিয়েছে প্রায় চার বছর আগে পাপিয়া ঘোষের বিয়ে হয় মুর্শিদাবাদের শালারের টিয়া গ্রামের সোমনাথ ঘোষের সঙ্গে। পেশায় সোমনাথ ঘোষ কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকেন। পাপিয়ার বাবা ২৪ লক্ষ টাকা খরচ করে বিয়ে দেয় তার। পাপিয়ার অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই তার উপরে নির্যাতন করে চলেছে স্বামী সহ শ্বশুর পরিবারের লোকেরা।
পাপিয়ার আরো অভিযোগ, তার স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে।এমনকি কন্যা সন্তান হওয়ায় তাকে মেনে নিতে যাচ্ছে না। দীর্ঘদিন বাপের বাড়ি থাকলেও যোগাযোগ রাখে না তার সঙ্গে, খরচ দেয় না মেয়ের জন্য। এদিন শ্বশুরবাড়ি আসলে বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেয় শশুর পরিবারের লোকেরা এমনকি তালা ঝুলিয়ে দেয় গেটে বলেও অভিযোগ। এই নিয়ে পাপিয়া ঘোষ বলেন, বিয়ের পর মাঝে মধ্যেই অতিরিক্ত টাকার দাবিতে অত্যাচার করত। কন্যা সন্তান হওয়ার পর অত্যাচার আরও বেড়েছে, বাড়ি থেকে বের করার চেষ্টা করছে । সালার থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।

সাহিত্য অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত ভাঙড়ের শিক্ষক ফারুক

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: কলকাতার শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনে কবিতা পাঠ করলেন ভাঙড়ের শিক্ষক ফারুক আহমেদ। পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থা "নীরব আলো" আয়োজিত বই প্রকাশ ও সাহিত্য অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কবি হিসেবে কবিতা পাঠ করেন তিনি।
শনিবারের অনুষ্ঠানে 'অন্বেষণ' নামের স্বরচিচ কবি পাঠ করেন শিক্ষক, কবি ফারুক। "নীরব আলো" কর্তৃপক্ষ এদিন ফারুক আহমেদকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। পাশাপাশি নীরব আলো শারদ সংখ্যা পত্রিকাটি কবির হাতে তুলে দেওয়া দেন।
কবি ফারক আহমেদের বাড়ি ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের পোলেরহাট ১ নম্বর অঞ্চলের জয়নগর গ্রামে। ফারুক আহমেদ ভাঙড়ের শানপুকুর অঞ্চলের কারবালা উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক।

দুর্গোৎসব নিয়ে শাসন থানার বিশেষ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে পুজো কমিটি ও সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষদের নিয়ে গুরত্বপূর্ণ বৈঠক হল উত্তর চব্বিশ পরগনার শাসন থানায়। শাসন থানার পার্শ্বস্থ স্বস্তি ভিলেজের হলে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও দেগঙ্গা সৌম্যজিত বড়ুয়া।
এই বৈঠকের মূল উদ্যোক্তা শাসন থানার আইসি মনিরুল ইসলাম সরকার, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, বারাসাত জিআরপির আধিকারিক, দমকল আধিকারিক দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনিরুল ইসলাম মনি, কীর্তিপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃষ্ণা পাত্র, বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মান্নান আলি সহ বিশিষ্টজনেরা। এসডিপিও সৌম্যজিত বড়ুয়া বলেন আপনারা শান্তিতে উৎসব পালন করুন। আপনাদের সুবিধায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০ হাজার টাকা করে দিচ্ছেন। আপনারা ভালো করে পুজো করুন। পুলিস প্রশাসন আপনাদের পাশে আছে। তবে তিনি পরামর্শ দেন ওই ৭০ হাজার টাকার মধ্যে আপনারা পুজো মণ্ডপে নিরাপত্তার স্বার্থে সিসিটিভি লাগাবেন। তাতে সকলেই ভালো থাকবেন। শাসন থানার আইসি মনিরুল ইসলাম সরকার বলেন, এবছর আমাদের আন্ডারে ৩৬টি পুজো হচ্ছে। পুজোর শুরুর দিন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত পুলিস প্রশাসন আপনাদের পাশে আছে। আপনারা প্রশাসনকে সবরকম সহযোগিতা করবেন বলে তিনি আহ্বান জানান।
এদিন দমকল আধিকারিকরা তাদের সমস্ত নিয়ম কানুন আগত পুজো কমিটির দায়িত্বশীলদের সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন।

প্রথম নজর

পথশ্রী-র রাস্তা দেখতে গিয়ে ক্ষুব্ধ জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি ● রায়না

আপনজন: 'পথ শ্রী' প্রকল্পের রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে চরম ক্ষুব্ধ হলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি।শনিবার পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২ নম্বর ব্লকে রাস্তা পরিদর্শনে যান জেলাশাসক। সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা।তিনি এলাকার বেশ কয়েকটি পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা পরিদর্শন করেন।পাশাপাশি তিনি যান মীরপুর থেকে রামচন্দ্রপুর কালিতলা পর্যন্ত ১.৭ কিলোমিটার পথ শ্রী প্রকল্পে তৈরি নতুন রাস্তা দেখতে। নতুন রাস্তার হাল দেখে তিনি ক্ষোভ উগড়ে দেন। তিনি বিডিও অনিশা যশ ও দায়িত্বে থাকা বাস্তুকারকে রীতিমত ধমক দেন। জেলাশাসক একদম প্রস্তুতি নিয়েই গিয়েছিলেন শনিবার রাস্তা পরিদর্শনে। কোদাল দিয়ে পিচ রাস্তা খুঁড়ে জেলা শাসককে দেখানো হয় রাস্তার হালহকিকত। এতেই চক্ষু চড়কগাছ জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝির। তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন।তিনি তাদের সমস্যার কথার পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগও শোনেন। জেলাশাসক সংশ্লিষ্ট আধিকারিক তথা বিডিওকে নির্দেশ দেন আবার রাস্তা নতুন করে তৈরি করতে। কয়েকদিন আগে জেলা প্রশাসনের বাস্তুকার সহ আধিকারিকরা রাস্তা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন । এদিন জেলাশাসক নিজে পায়ে হেঁটে পথশিশ প্রকল্পে তৈরি নতুন রাস্তা গুলির বর্তমান পরিস্থিতি কি তা খতিয়ে দেখেন। বিভিন্ন খাবারের দোকানে গিয়েও খাবার ঢেকে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।

জলকষ্টে ভুগছে গোটা গ্রাম অথচ প্রকল্পের জলের ট্যাঙ্ক বসল প্রধানের বাড়িতেই!

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: জলকষ্টে ভুগছে গোটা গ্রাম অথচ জল প্রকল্পে জলের ট্যাঙ্ক নিজের বাড়িতেই বসানোর অভিযোগ তৃণমূল প্রধানের বিরুদ্ধে। সরকারি প্রকল্প নিজের বাড়িতে বসানোকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। প্রধানের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন ওই অঞ্চলেরই প্রাক্তন প্রধান তথা খোদ তৃণমূল নেতা খয়বর রহমান। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা লিখিত আকারে গণস্বাক্ষর দিয়ে অভিযোগ জানালেন জলসম্পদ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমাড়ী ২ নং গ্রাম পঞ্চয়েতের ঘটনা। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। অভিযোগ, মাগুরমাড়ী ২নং অঞ্চলের ময়নাতলি এবং ভেমটিয়া গ্রামের প্রায় ১৫০০ পরিবার দীর্ঘদিন ধরে জলকষ্টে ভুগছেন। তাই প্রায় দু'বছর আগে জলসম্পদ মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলেন যে গ্রামে জলের ব্যবস্থা করা হোক। সেই দাবীকে মান্যতা দিয়ে 'জল স্বপ্ন' প্রকল্পের মাধ্যমে দুই গ্রামে জল পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। সরকারি ভাবে জলের ট্যাঙ্ক বসানোর জন্য একটা জায়গাকে চিহ্নিত করাও হয় ও নিয়মমাফিক কাজ শুরু হওয়ায় কথা কিন্তু আচমকাই প্রধান ব্যক্তিগতভাবে সকলের অজান্তে নিজের বাড়িতেই সেই প্রকল্পের কাজ শুরু করেন। আর এই চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৃণমূল প্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ তৃণমূলেরই একাংশ, অভিযোগ জলের ট্যাঙ্ক যার জমিতে বসানো হবে সেই পরিবারের দুজন চাকরি পাবে। এলাকার তৃণমূল নেতারা অভিযোগ করেছেন, দু'জনের চাকরির লোভেই জল প্রকল্পকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন তৃণমূল প্রধান। সেই গ্রামের বাসিন্দা অম্বিকা রায়, নূর আলমরা বলেন, আমাদের গ্রামে এমনি জলের কষ্ট, তারমধ্যে গ্রামে জলের যে ট্যাঙ্ক হওয়ার কথা ছিল সেই ট্যাঙ্ক সড়িয়ে নিয়ে গিয়ে প্রধান নিজের বাড়িতে বসাচ্ছেন। এতে আরও বেশি সমস্যা বাড়বে আমাদের এলাকায়। আমরা চাই যেখানে ট্যাঙ্ক করার জন্য যে জায়গা ঠিক করা হয়েছে সেখানেই করা হোক। প্রাক্তন প্রধান তথা তৃণমূল নেতা খয়বর রহমান বলেন, আমাদের গ্রামের মানুষ এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ। সকলে গণ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। গণ ডেপুটেশন দিয়েছেন পিএইচই দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে। প্রধান বেআইনিভাবে নিজের স্বার্থে ১৫০০ পরিবারের পানীয় জলের সমস্যার কথা না ভেবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য নিজের বাড়িতে সরকারি প্রকল্পের জলের ট্যাঙ্ক বসাচ্ছেন। চাকরির লোভেই করছেন সবকিছু। জল স্বপ্ন প্রকল্পের আওতায় জল পৌঁছানোর কাজ চলছে গ্রামে গ্রামে।তবে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন মাগুরমারী ২নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সীমা রায়। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এসব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ। পিএইচির তরফে বেশ কয়েকটি জায়গা দেখে গিয়েছে। তার মধ্যে আমাদের এখানকারও জায়গা রয়েছে, তবে এখনও ঠিক হয়নি কোথার বসানো হবে।

প্রশিক্ষণ গ্রামীণ চিকিৎসকদের

মনজুর আলম গাজী ● মগরাহাট

আপনজন:দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের যুগদিয়া বেনীপুরে 'মেঘনা হেলথ কেয়ারের' তত্ত্বাবধানে কলকাতার "ডিসান হসপিটালের" উদ্যোগে গ্রামীণ চিকিৎসকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন হল। উপস্থিত ছিলেন ডিশান হসপিটালের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার 'সুরজিৎ ঘোষ ও ডা. রামানুজ ঘোষ'। ডা. 'রামানুজ ঘোষ তিনি জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে কোন রোগীকে ক্যান্সার ধরা পড়লে তার প্রাথমিক চিকিৎসা, মুখের ক্যান্সার থাইরয়েডের ক্যান্সার কি ও তার লক্ষণ এবং প্রতিকার, এ বিষয়ে গ্রামীণ ডাক্তারদেরদের প্রশিক্ষণ দেন তিনি। বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ১০০ জন গ্রামীণ চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন এই সেমিনারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রবীণ মাওলানা গনিউজ্জামান আর নেই

নিজস্বর প্রতিবেদক ● কুলপি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার অন্তর্গত বাগাড়িয়া বেড়ন্দরি গ্রামের বিশিষ্ট মাওলানা গনিউজ্জামান (৯৭) ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি...) তিনি দীর্ঘদিন ঢোলাহাটে দর্জি পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। তার পর তিনি দ্বীন ইসলামের খেদমতে জীবনের শেষ লগ্নে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। এমনকি মৃত্যুর দিন পর্যন্তও। তিনি গত কয়েকদিন পূর্বে দাওয়াতী কাজে ওয়াজ নসিহতের উদ্দেশ্যে হাওড়া গিয়েছিলেন। জলসা সেরে বাড়ি ফেরার পথে নৌযানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গী সাথীরা তাড়াতাড়ি তাঁকে বেসরকারি একটি নার্সিং হোমে নিয়ে গেলে সেখানে ডাক্তারগন তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যু কালে স্ত্রী পাঁচ পুত্র ও নাতি নাতনী সহ অসংখ্য ভক্ত অনুরাগী রেখে যান। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও তাঁর জানাজা তে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ছবি: সাবির আহমেদ

মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু ৩ শিশুর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মাটির দেয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু ৩ শিশুর এলাকায় শোকের ছায়া । বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার বাকাদহ বোড়ামারা গ্রামে মাটির দেয়াল চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো তিন শিশুর । আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে । রোহন সর্দার বয়স পাঁচ বছর , নিশা সর্দার বয়স চার বছর , অঙ্কুশ সর্দার বয়স তিন বছর । পরিবারের সদস্যদের দাবি , এই তিন শিশু দেয়ালের পাশে খেলা করছিল তখনই হঠাৎ একটি মাটির দেয়াল ভেঙে ওই তিন শিশুর গায়ের উপর । এরপর তড়িঘড়ি পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা ওই তিন শিশুকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আনলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন । সমগ্র ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে । পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ ।

র‍্যাগিংয়ের জেরে আত্মহত্যার চেষ্টা কোচবিহার পলিটেকনিকের ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: র‍্যাগিংয়ের জেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করল কোচবিহার পলিটেকনিক কলেজে এক প্রথম বর্ষের ছাত্র। এমনটাই অভিযোগ করে জানালেন ছাত্রের বাবা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ। আহত আরো একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার করে ছেড়ে দেয় কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

ঘটনার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারে। কোচবিহার পলিটেকনিক কলেজের জেনারেল সেক্রেটারি মিসবাউল ইসলাম জানান, শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র আকাশ আইচ এবং খোকন বর্মন তাদের মেসে ছিল। সে সময় সেই মেসেই থাকা আরেকজন সিনিয়র ছাত্র বিক্রমাদিত্য বাইরে থেকে বহিরাগতদের নিয়ে এসে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তাদের মুখে রুমাল গুজে দেওয়া হয় যাতে তারা চিৎকার করতে না পারে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে দুইজন। এদের মধ্যে আকাশ আইচ কোচবিহার এনজেএন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একরাত্রি চিকিৎসাধীন থাকার পর কিছুটা সুস্থ অবস্থায় ছুটি পায়।

কিন্তু অত্যন্ত গুরুতরভাবে আহত খোকন বর্মন কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ইতিমধ্যেই ঘটনায় পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে জানান মিসবাউল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি।

আহত খোকন বর্মনের বাবা পরিমল বর্মন অভিযোগ করে বলেন গতকাল রাতেই খবর পেয়েছিলাম ছেলে গুরুতর আহত হয়েছে। আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছি ঘটনার পূর্ণ তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তি দাবি জানাচ্ছি।

তবে কলেজ সূত্রের খবর অন্যরকম। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ছাত্র জানিয়েছেন, অভিযুক্ত বিক্রমাদিত্য প্রায় প্রতিদিনই একটি মেয়েকে সাথে করে নিয়ে এসে উঠত। দীর্ঘদিন থেকে এই বিষয়টির প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল আকাশ এবং খোকন। সেই মেয়েটিকে নিয়ে মেসে থাকার সময় আকাশ এবং খোকন একটি গোপন ভিডিও করেছিল বলেও সূত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। তারপরেই ক্ষিপ্ত বিক্রমাদিত্য তাদের ওপরে চড়াও হয় বহিরাগতদের নিয়ে এসে।

পুষ্টি মাস উপলক্ষে স্কুলে অনুষ্ঠান

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: জাতীয় পুষ্টি মাস উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে এক অভিনব উদ্যোগ শিক্ষিকাদের।স্কুলে এবার শুধু ছাত্রীদের পঠন পাঠন নয়, ছাত্রীদের অন্য দিশা দেখাতে অভিনব উদ্যোগ শিক্ষিকাদের। ছাত্রীদের নিয়ে এমনই এক নজির গড়লো শান্তিপুর সুত্রাগড় অঞ্চলের গার্লস হাই স্কুল।জাতীয় পুষ্টি মাস উপলক্ষে কন্যাশ্রী ক্লাবের সহযোগিতায় স্কুলের মনোরম পরিবেশে বিভিন্ন সুস্বাদু খাবারের ডালি নিয়ে বসানো হয় ১২টি স্টল।

এক একটি স্টলে রয়েছে পাঁচজন করে ছাত্রী, আর হরেক রকম খাবারের তালিকায় রয়েছে আলু কাবলি, ঝাল মুড়ি, দই ফুচকা, জল ফুচকা, চিকেন পকোড়া, মোমো, শরবত, রুটি তরকা, পিঠে, চাওমিন, সেমাই, চা, চুরমুর সহ বিভিন্ন খাবার। তবে মাথায় সেভ ক্যাফ ও হাতে গ্লাভস পড়ে পরিবেশন করতে দেখা যায় প্রত্যেকটি ছাত্রীকে। স্কুলের এই অভিনব উদ্যোগ নিয়ে প্রধান শিক্ষিকা আইবি প্রামানিক বলেন। স্কুলের ছাত্রীরা একটা সময় পড়াশোনা শেষ করে যে যার মতো চাকরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু স্কুল জীবনের স্মৃতি থেকেই যায়।

কন্যা সন্তানের আশঙ্কায় শ্বাস রোধ করে হত্যা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: আবার মেয়ে হওয়ার আশঙ্কায় পাঁচ মাসের অন্তসত্ত্বা গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। প্রথমদিকে, দেহটি ময়নাতদন্ত না করিয়ে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল শ্বশুর বাড়ির লোকেরা।

খবর জানাজানি হতেই পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্ত করিয়ে নিয়ে আসার পর ওই গৃহবধূর মৃতদেহটি তার বাপের বাড়ির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জোরপূর্বক মাটি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্ত শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে। যদিও সমস্ত ঘটনা হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত আকারে দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংরুয়া গ্রামে।

ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত শাশুড়ি সুলতানা খাতুন ও ননদ মুসকান খাতুন পলাতক রয়েছেন। স্বামী, শ্বশুর ও দেওর দিল্লিতে রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,বছর তিনেক আগে কাঁটিহার জেলার আজিম নগর থানার চান্দপুর গ্রামের বাসিন্দা নাজির আলমের মেয়ে রেশমা খাতুন(২২)এর বিয়ে হয় বাংরুয়া গ্রামের বাসিন্দা নুরুল আলির ছেলে সুভান আলির সঙ্গে।

রাজ্য তৃণমূলের সহসভাপতি হলেন মইনুল

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি হলেন ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হক। শনিবার পশ্চিম বঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাংসদ সুব্রত বক্সি তার হাতে নিয়েগ পএ তুলে দিলেন। ফরাক্কা থেকে পরপর পাঁচবার কংগ্রেসের টিকিটে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন মইনুল হক। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন তিনি। পাশাপাশি জম্মু কাশ্মীর ও ঝাড়খন্ডের কংগ্রেসের অবজারভারের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। বছর দুয়েক আগে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের হাত ধরে মইনুল হক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। বর্ষিয়ান ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ মইনুল হককে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি নিয়োগ করে সংগঠনের বাড়তি দায়িত্ব ভার তুলে দেওয়া হল।

সুন্দরবনে ডেঙ্গু সচেতনতা

মাফরুজা খাতুন ● সুন্দরবন

আপনজন: জেলার অন্যান্য জায়গায় মতো ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চল গুলো তে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। ইতি মধ্যে বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড়খালি, নফরগঞ্জ, জ্যোতিষপুর ভরতগড়, মসজিদবাটি,বাসন্তী, সোনাখালী, উত্তরমোকামবেড়িয়া, ফুল মালঞ্চ,কাঁঠালবেড়িয়া, চুনাখালি, আমঝাড়া, চড়াবিদ্যা এই ১৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েত স্বাস্থ্য কর্মী ও গ্রামীণ সম্পাদ কর্মীরা বাসিন্দাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ডেঙ্গু সচেতনা বার্তা দিচ্ছেন। কি ভাবে জমা জলে এডিস মশার লার্ভা জন্মে ডেঙ্গু ছড়াচ্ছে। মাশার লার্ভা ধ্বংস করতে স্প্রে করা হচ্ছে।ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা দিলে ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে ডেঙ্গু থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ব্লকের ১৩ কি গ্রাম পঞ্চায়েত ডেঙ্গু মোকাবিলায় এই ভাবে কাজ হচ্ছে।

স্টেশনের কাজ খতিয়ে দেখলেন ডিআরএম

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট রেল স্টেশনের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এলেন ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। সিক লাইন ও পিট লাইনের পাশাপাশি বালুরঘাট রেলস্টেশনের আওতায় চলা অন্যান্য কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তিনি। বর্ষার কারণে কাজের অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হলেও, আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে পুরো কাজ সম্পন্ন করবার বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে রেলের তরফে বলেই জানা গিয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার ছাড়াও এদিনের এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন রেলের অন্যান্য আধিকারিকেরা। এদিন বালুরঘাট স্টেশনের পাশাপাশি জেলার অন্যান্য কয়েকটি স্টেশন পরিদর্শনে যান ডিআরএম।

এবিষয়ে ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার জানান,

'বর্ষার কারণে কাজ কিছুটা ধীরগতিতে চলছে।বর্ষার মৌসুম পেরোলেই কাজ দ্রুত গতিতে চলবে। প্রত্যেক কাজের জন্য আলাদা আলাদা টার্গেট ফিক্সড করা রয়েছে। সিক লাইনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করবার জন্য বলা হয়েছে।'

অন্যদিকে, সিক লাইনের কাজ চললেও পিট লাইনের কাজে কেন দেরি হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে ডিআরএম জানান, 'পিট লাইনের কাজ যে দিক দিয়ে হবে, সেখানে জল জমে রয়েছে। তাই জল জমে থাকার কারণে সেই কাজ এখনও শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না! পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে জল বের করে আমরা কাজ শুরু করে দেব। আশা করছি আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে সিক লাইন ও পিট লাইনের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে।'

উল্লেখ্য, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় এসেছে বালুরঘাট রেল স্টেশন। এর ফলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ঢেলে সাজানো হবে এই প্রকল্পের আওতায় থাকা সমস্ত স্টেশন গুলিকে।

সেই অমৃত ভারত প্রকল্পের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গত আগস্ট মাসে এই প্রকল্প বালুরঘাট রেল স্টেশনের জন্য স্যাংশন হয়েছে। সেই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। যে সমস্ত টেকনিক্যাল বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলি সম্পন্ন হয়ে গেলে আশা করছি আগামী অক্টোবর মাসের শেষ থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সিএসও মিটিং সিউড়িতে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন এন্ড সার্ভিসেস সেন্টার নামক এক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে বীরভূমের মহম্মদ বাজার ও দুবরাজপুর ব্লকের আটটি পঞ্চায়েত এলাকায় পিছিয়ে পড়া পরিবারের মহিলাদের দল গঠন করে উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।সেখান থেকে উঠে আসা দলের প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট কিছু ব্যাক্তিদের নিয়ে গঠিত জেলা সিএসও(সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন) কমিটির ষান্মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার সিউড়ি ইন্দিরা অনুষ্ঠান ভবনে। এদিন মূলত গত ছয়মাসে ফিল্ড স্তরে কোথায় কি কাজ হয়েছে তাহা পর্যালোচনা করা। সেই সাথে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কি করনীয় তা পরিকল্পনা আকারে লিপিবদ্ধ করা হয় জেলা কমিটির সদস্যদের আলোচনার ভিত্তিতে। আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে ডিআরসিএসসি র টেকসই প্রকল্পের বীরভূম জেলার প্রোজেক্ট ম্যানেজার সুপ্রীয় ব্যানার্জী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সরকারি যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে তাহা উপভোক্তাদের মধ্যে সুনিশ্চিত করা। অর্থাৎ সরকারি স্তরে সমন্বয় সাধন স্থাপন করে অন্যান্য কাজগুলো সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করা।

লালগোলায় চালু হল স্মার্ট ক্লাসরুম

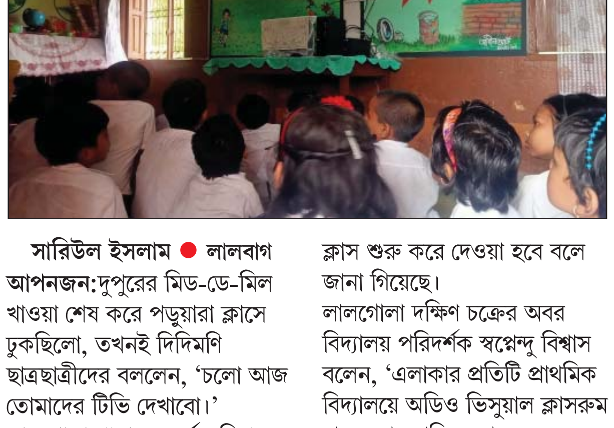

সারিউল ইসলাম ● লালবাগ

আপনজন:দুপুরের মিড-ডে-মিল খাওয়া শেষ করে পড়ুয়ারা ক্লাসে ঢুকছিলো, তখনই দিদিমণি ছাত্রছাত্রীদের বললেন, 'চলো আজ তোমাদের টিভি দেখাবো।'

লালগোলা থানার অন্তর্গত দিয়াড় ফতেপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শনিবার থেকে চালু হলো অডিও ভিসুয়াল স্মার্ট ক্লাসরুম।

শনিবার লালগোলা দক্ষিণ চক্রে মোট চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অডিও ভিসুয়াল স্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধন করা হয়েছে।

লালগোলা দক্ষিণ চক্রে মোট ৭২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, অক্টোবর মাসের মধ্যেই ৩০টি বিদ্যালয়ে অডিও ভিসুয়াল স্মার্ট ক্লাস শুরু করে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

লালগোলা দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বপ্নেন্দু বিশ্বাস বলেন, 'এলাকার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অডিও ভিসুয়াল ক্লাসরুম চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্মার্ট ক্লাসে পড়ুয়ারা আরও বেশি মনোযোগী হবে, আবার পড়া মনে রাখার ক্ষেত্রে এই মাধ্যম বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

স্বাভাবিকভাবে স্কুলছুট কমবে বলে আসার করা হচ্ছে।'

অপরদিকে দিয়াড় ফতেপুর এলাকার কৃষক ও পরিযায়ী শ্রমিকের ছেলেমেয়েরা স্মার্ট ক্লাসরুমে পড়াশোনা করতে পেয়ে বেজায় খুশি।

হরিহরপাড়ায় রক্তদান

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: জেলার হাসপাতালে রক্তের ঘাটতি মেটাতে এবং মূমুর্ষূ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে হরিহরপাড়া জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে শনিবার দুপুরে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো হরিহরপাড়া হাই স্কুল প্রাঙ্গণে। এবারের তৃতীয় বর্ষ রক্তদান শিবির। এদিন রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে এদিন উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার, হরিহরপাড়া থানার আই সি অমিত নন্দী , ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক মোঃ সাফি, জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার শাসমল, জন্য কল্যাণ সমিতির সদস্যরা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার শাসমল বলেন হরিহরপাড়া হাই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের পাশাপাশি ইবিএস স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা,কলেজের পড়ুয়া থেকে স্থানীয় বাসিন্দারাও স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিন প্রায় শতাধিক স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন বলে জানান তিনি।

ঈদে মিলাদুন্নবী

মনিরুজ্জামান ● নিউটাউন

আপনজন: শনিবার মিলাদুন্নবী জলসায় নবীজির জীবন সম্পর্কে আলোচনা এবং প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ২৪ পরগনার নিউটাউনের হাতিয়াড়া গার্লস হাই মাদ্রাসায়। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি হাজী একেএম ফারহাদ শিক্ষক সংগঠনের কর্মকর্তা নুরুল হক,নামদার সেখ, জার্জিস হোসেন, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা শম্পা পাত্র, শিক্ষিকা নাফিসা সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ,

রক্তদান শিবির

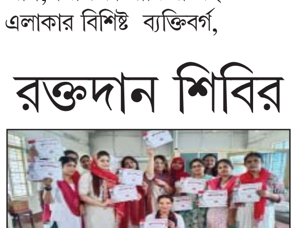

শনিবার মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপতাল ব্লাড সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো রক্ত দান শিবির। ২০ জন রক্তদান করেন। ছবি ও তথ্য: দেবাশীষ পাল

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: মধ্যযুগের এশিয়া ও ভারতের ইতিহাস রচনার অন্যতম ব্যক্তিত্ব মিনহাজ সিরাজ
- নিবন্ধ: ‘তাজমহল’ এর চেয়েও দ্বিগুণ অর্থ ব্যয়ে তৈরি হয় ‘ময়ূর সিংহাসন’
- ধারাবাহিক গল্প: যে ছায়ায় আলোর মায়া
- অণু গল্প: প্রেরণা
- ছড়া-ছড়ি: স্মৃতিচারণ

মধ্যযুগের এশিয়া ও ভারতের ইতিহাস রচনার অন্যতম ব্যক্তিত্ব মিনহাজ সিরাজ

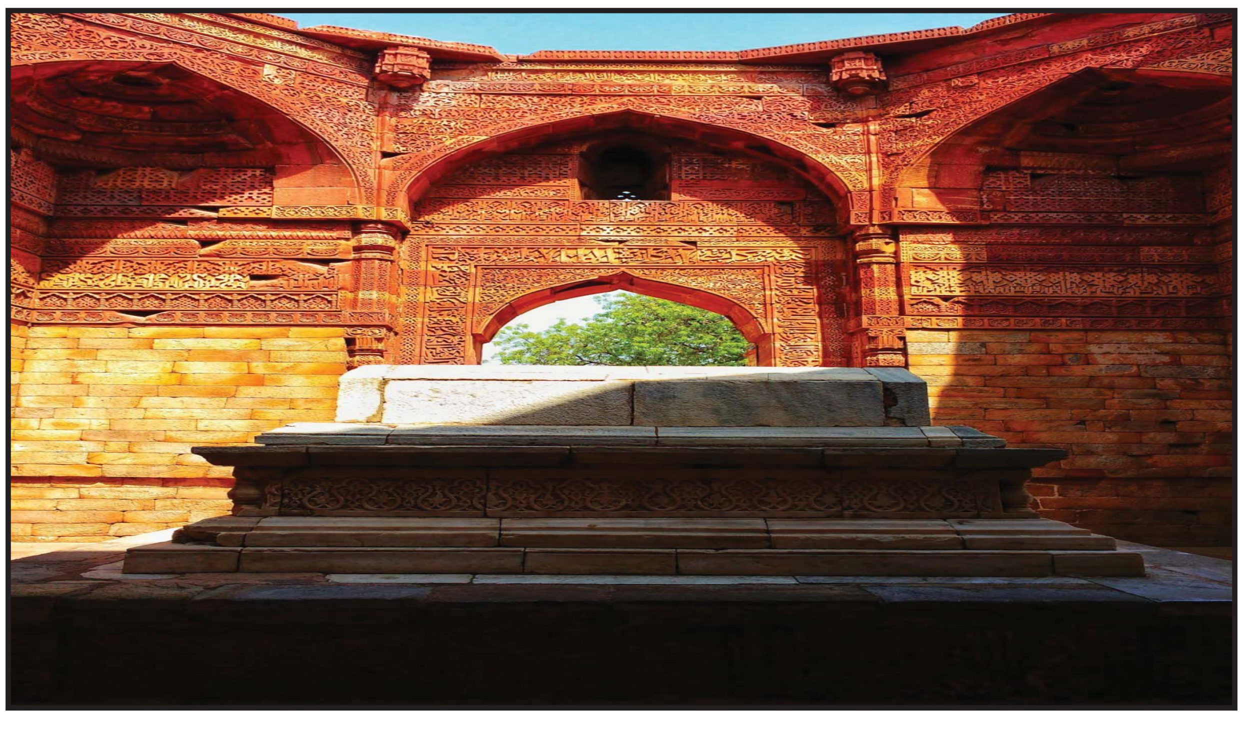

মধ্যযুগের এশিয়া ও ভারতের ইতিহাস রচনার ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম আবু ওমর মিনহাজ উদ্দিন উসমান ইবনে সিরাজ উদ্দিন আল জুযজানি। তিনি ৬৫৮ হিজরি/১২৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য এশিয়া ও ভারতের মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর সাধারণ ইতিহাস বিষয়ক একটি অসাধারণ ইতিবৃত্ত লেখেন। তিনি মিনহাজ সিরাজ নামেই সমধিক পরিচিত। তাকে নিয়ে আলোকপাত করেছেন **ফৈয়াজ আহমেদ।**

মধ্যযুগের এশিয়া ও ভারতের ইতিহাস রচনার ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম আবু ওমর মিনহাজ উদ্দিন উসমান ইবনে সিরাজ উদ্দিন আল জুযজানি। তিনি ৬৫৮ হিজরি/১২৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য এশিয়া ও ভারতের মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর সাধারণ ইতিহাস বিষয়ক একটি অসাধারণ ইতিবৃত্ত লেখেন। তিনি মিনহাজ সিরাজ নামেই সমধিক পরিচিত। প্রথিতযশা এই ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আজকে আমাদের এই আয়োজন। প্রথম পর্ব তথা এই পর্বে আমরা জানব মিনহাজ সিরাজ কে ছিলেন, সাথে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের ওপরও সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হবে। দ্বিতীয় পর্বে আমরা তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি তাবাকাত ই নাসিরি সম্পর্কে বিশদে জানব। চলুন তবে শুরু করা যাক!

মিনহাজ সিরাজ তাঁর ফার্সি ভাষায় লেখা রচনাবলীর বিভিন্ন অংশের বর্ণনায় নিজের ও পরিবার সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেন, তার তৃতীয় প্রজন্মের পূর্বপুরুষ ইমাম আবদুল খালিক জুজান (মার্ভ ও বলখের মধ্যবর্তী একটি জায়গা) থেকে গজনি এসেছিলেন। গজনিতে তিনি শাসক ইব্রাহিমের কৃপা লাভ করেন এবং তার চল্লিশ কন্যার একজনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এদের বংশধর মাওলানা সিরাজুদ্দিন মোহাম্মদ তাজিক হলেন তাবাকাত ই নাসিরির লেখক মিনহাজ সিরাজের পিতা। সিরাজউদ্দিন মোহাম্মদ তাজিককে ১১৮৬ খিস্টাব্দ/৫৮২ হিজরিতে মুহম্মদ ঘুরি সেনাবাহিনীর কাজে নিয়োগ করেন। তিনি আজু বাতুজ জামান আফসাহুল আজম খেতাব লাভ করেন। জানা যায়, তিনি মাকরান হয়ে বাগদাদ যাবার পথে দস্যুদের আক্রমণে মৃত্যুবরণ করেন।

মিনহাজ সিরাজও তার পিতার ন্যায় প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৬২৪ হি./১২২৭ খ্রিস্টাব্দে ঘুর থেকে সিন্ধু, উচ ও মুলতান আসেন। এসময়ে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন বিধায় উচের ফিরূজি কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পান। এর পরের বছর অর্থাৎ ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইলতুৎমিশ যখন নাসির উদ্দিন কুবাচার বিদ্রোহ দমনে আসেন, তখন তার সাথে মিনহাজের সাক্ষাৎ ঘটে এবং এ সুবাদে তার সঙ্গী হয়ে দিল্লি চলে আসেন। ৬২৯ হিজরিতে সুলতানের গোয়ালিয়র অবরোধেও তিনি তার সফরসঙ্গী ছিলেন।

সুলতান প্রথমে তাকে গোয়ালিয়রের অন্যতম দরবার-প্রচারক হিসেবে নিয়োগ দিলেও শীঘ্রই তাকে আইন কর্মকর্তা ও সকল ধর্মীয়, নৈতিক ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়াবলির পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন।

সুলতান রাজিয়ার আমলে (১২৩৬ খ্রি. - ১২৪০ খ্রি.) তিনি এ পদ ত্যাগ করেন। তবে মুইজ উদ্দিন বাহরাম শাহের (১২৪০ খ্রি. - ১২৪২ খ্রি.) সিংহাসনারোহণ উপলক্ষ্যে অভিনন্দন বার্তা রচনায় ও মোঙ্গল অনুপ্রবেশ অভিযানে দিল্লিতে যখন সন্ত্রস্ত অবস্থা বিরাজ করছিল, তখন মানুষের মনে প্রশান্তি ও অনুপ্রেরণা জোগানোর জন্য তাকেই আহবান জানানো হয়।

১২৪১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান বাহরাম শাহ মিনহাজকে রাজধানী দিল্লি ও এর সকল অধীনস্ত অঞ্চলের জন্য কাজি হিসেবে নিয়োগ দেন। বেশি দিন তিনি এ পদে আসীন থাকেননি। সুলতানকে অপসারণ করা হলে তিনিও ৬৩৯ হি./১২৪১ খ্রিস্টাব্দে চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন এবং বাংলার রাজধানী লক্ষ্মৌতির দিকে রওয়ানা হন। বাংলায় তিনি দু’বছর (১২৪৩-৪৫ খ্রিস্টাব্দ) অবস্থান করেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে মুসলিম শাসিত প্রত্যন্ত অঞ্চল সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের অসাধারণ সুযোগ লাভ করেন। ৬৪৩ হিজরির শুরুতে তিনি পুনরায় দিল্লি পৌঁছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নাসিরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ এবং এর যাবতীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তাকে গোয়ালিয়রের কাজি ও এর পৌর মসজিদের ইমাম হিসেবেও নিযুক্ত করা হয়। ১২৪৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসির উদ্দিনের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষ্যে তিনি যে অভিনন্দন বার্তা রচনা করেছেন তা তাঁর গ্রন্থে সংযোজিত। তিনি সুলতান নাসির উদ্দিন এবং বিশিষ্ট অভিজাত উলুঘ খান-ই-মুয়াজ্জাম অর্থাৎ গিয়াস উদ্দিন বলবনের (১২৬৬ খ্রি. - ১২৮৬ খ্রি.) কাছ থেকে অনেক উপঢৌকন ও স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি ইনাম হিসেবে একটি গ্রাম বরাদ্দ পান। পরিশেষে তিনি সদর-ই-জাহান খেতাবপ্রাপ্ত হন এবং পুনরায় তাকে রাষ্ট্রের কাজি ও রাজধানীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

মূলত পৃষ্ঠপোষক সুলতান নাসির উদ্দিনের (১২২৭-২৯ খ্রি.) নামেই মিনহাজ তাঁর বইয়ের নামকরণ করেন। সুলতানের উত্তরাধিকারীকে তিনি যে স্তুতিমূলক অভিধায় উল্লেখ করেন তাতে এ বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁর লেখা পরবর্তী সুলতান অর্থাৎ গিয়াস উদ্দিন বলবনের সময়ে প্রকাশিত হয়।

সিরাজের লেখনী ছিল ফার্সি ভাষায় অতি সরল, অবিকৃত রচনাশৈলী। এর ভাষা অধিকতর শুদ্ধ। লেখক উচ্চমাত্রার স্তুতিমূলক বক্তব্য পরিবেশনায় নিজেকে বেশি নিয়োজিত করেননি। বরঞ্চ সহজ ও সরলভাবে সরাসরি ঘটনাসমূহ বিবৃত করেছেন। লেখক বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহে পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি কখনো কখনো তার তথ্য উৎসের তথা প্রামাণিকতার উল্লেখ করেছেন। কতিপয় ক্ষেত্রে নির্ভুল সন ও তারিখ উপস্থাপন করেছেন। ফলে পরিবেশিত বক্তব্যে তাঁর আন্তরিকতা, জ্ঞানের নির্ভুলতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বিষয়ে আস্থার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এতদসত্ত্বেও, অনেক ক্ষেত্রে মিনহাজের উপস্থাপনা অপ্রতুল। সমালোচকদের দৃষ্টিতে, তাঁর পরিবেশিত অনেক ইতিহাস এত সংক্ষিপ্ত যে, তা কোনো ব্যবহারে আসে না। গ্রন্থকার পাঠককে হতাশ করেন যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি অধিকতর বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে সেসব অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করেছেন। এক্ষেত্রে ১২৪৫ খ্রিস্টাব্দে বিশেষ করে লক্ষ্মণাবতীর ভৌগোলিক সীমানা বা দেয়াল পর্যন্ত চেঙ্গিস খান বাহিনীর আগমনের কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। তাঁর রচনার আরেকটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় পরিকল্পনায়। মুখ্যত তাবাকাত পদ্ধতিতে রচিত হলেও নাসির উদ্দিন মাহমুদ থেকে লেখক বর্ষভিত্তিক ইতিহাস উপস্থাপনার রীতি অনুসরণ করেছেন। আবার একাধিক জায়গায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। নাসির উদ্দিনের শাসনকাল ও গিয়াসউদ্দিন (উলুঘ খান) এর জীবনালেখ্য পরিবেশনায় একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন বিবরণীতে ঠাঁই পেয়েছে। ফলে একদিকে বংশভিত্তিক কালবিভাজন বাধাগ্রস্ত হয়েছে, অন্যদিকে তারিখ উল্লেখে অসংলগ্নতা ঘটেছে। একই ব্যক্তি বা ঘটনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন তারিখ পরিদৃষ্ট হয়।

উদাহরণস্বরূপ, সুলতান গিয়াস উদ্দিন ও তার ভাই মুইজ উদ্দিন ঘোরির হাতে খসরু মালিকের মৃত্যুর দুটো তারিখ যথাক্রমে ৫৯৮ হিজরি ও ৫৮৭ হিজরি উল্লেখের কথা বলা যায়। প্রথম তারিখ দেয়া হয়েছে ঘোরি বংশের বর্ণনায় আর দ্বিতীয় তারিখ গজনবি বংশের বর্ণনায়।

বাংলার মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ের ইতিহাস-তথ্য সরবরাহে তাবাকাত ই নাসিরি এক বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। এর লেখক বাংলায় দু’বছর (১২৪৩-৪৫ খ্রি.) অবস্থান করে দেশ ও শাসক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি জাজনগর (ত্রিপুরা) ও কাটাসিন (উড়িষ্যা) রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে ৬৪১ হিজরিতে মালিক তুঘরিল তুঘান খান পরিচালিত অভিযানে তার সঙ্গী ছিলেন। মুসলিমদের লক্ষ্মণাবতী জয়, রাজধানী স্থাপন ও তৎপরবর্তী ঘটনা বর্ণনায় গ্রন্থটি খুবই বিশ্বস্ত।

‘তাজমহল’ এর চেয়েও দ্বিগুণ অর্থ ব্যয়ে তৈরি হয় ‘ময়ূর সিংহাসন’

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে তাজমহলের স্থাপত্য সৌকর্য শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের মনে একই রকম বিস্ময় জাগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিখ্যাত ও আলোচিত ময়ূর সিংহাসন সম্পর্কে না জানলে যেন সম্রাট শাহজাহানকে জানা অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিকে চিরভাস্বর অম্লান করে ধরে রাখার জন্য বিশ্বখ্যাত তাজমহল নির্মাণ করেন সম্রাট শাহজাহান। কিন্তু শাহজাহানের শিল্পানুরাগের আরো একটি বিখ্যাত নিদর্শন হলো জগৎ বিখ্যাত এই ময়ূর সিংহাসন। এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে দামি সিংহাসন মনে করা হয়। সেজন্য ইতিহাসের পাতায় অন্য সব সিংহাসন ছাপিয়ে এটি আলোচিত ও বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

মোগল স্থাপত্যের এই অনুপম নিদর্শনটি তৈরি হয় শিল্পের সমঝদার ও মুঘল সাম্রাজ্যের সোনার অলঙ্কার তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান বেবাদল খাঁ’র সরাসরি তত্ত্বাবধানে।

বেবাদল খাঁর তত্ত্বাবধানে ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় আট বছর তৎকালীন আট কোটি টাকা ব্যয়ে এটি নির্মিত হয়। বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে সে সময়ে আগ্রার তাজমহলের চেয়েও দ্বিগুণ অর্থ ব্যয়ে শাহজাহান নির্মাণ করেন এই অপূর্ব সিংহাসনটি।

ফারসিতে একে বলা হতো ‘তখত-ই-তাউস’। তখত মানে সিংহাসন, আর তাউস শব্দের অর্থ হলো ময়ূর। কিন্তু সিংহাসনের নাম ‘ময়ূর সিংহাসন’ কেন? কারণ সিংহাসনের পেছনে অনিন্দ্যসুন্দর পেখম ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দু’টি ময়ূরের ছবি ছিল।

ময়ূর সিংহাসন ছিল মূল্যবান স্বর্ণ, হীরা ও দূর্লভ মরকত মনি খচিত। সিংহাসনের চারটি পায়া নিরেট স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত ছিল এবং বারোটি মরকত মনি স্তম্ভের ওপর চন্দ্রতাপ ছাদ আচ্ছাদন করা হয়। ছাদের চারদিকে মিনা করা মনি মুক্তা বসানো ছিল। এর ভেতরের দিকের

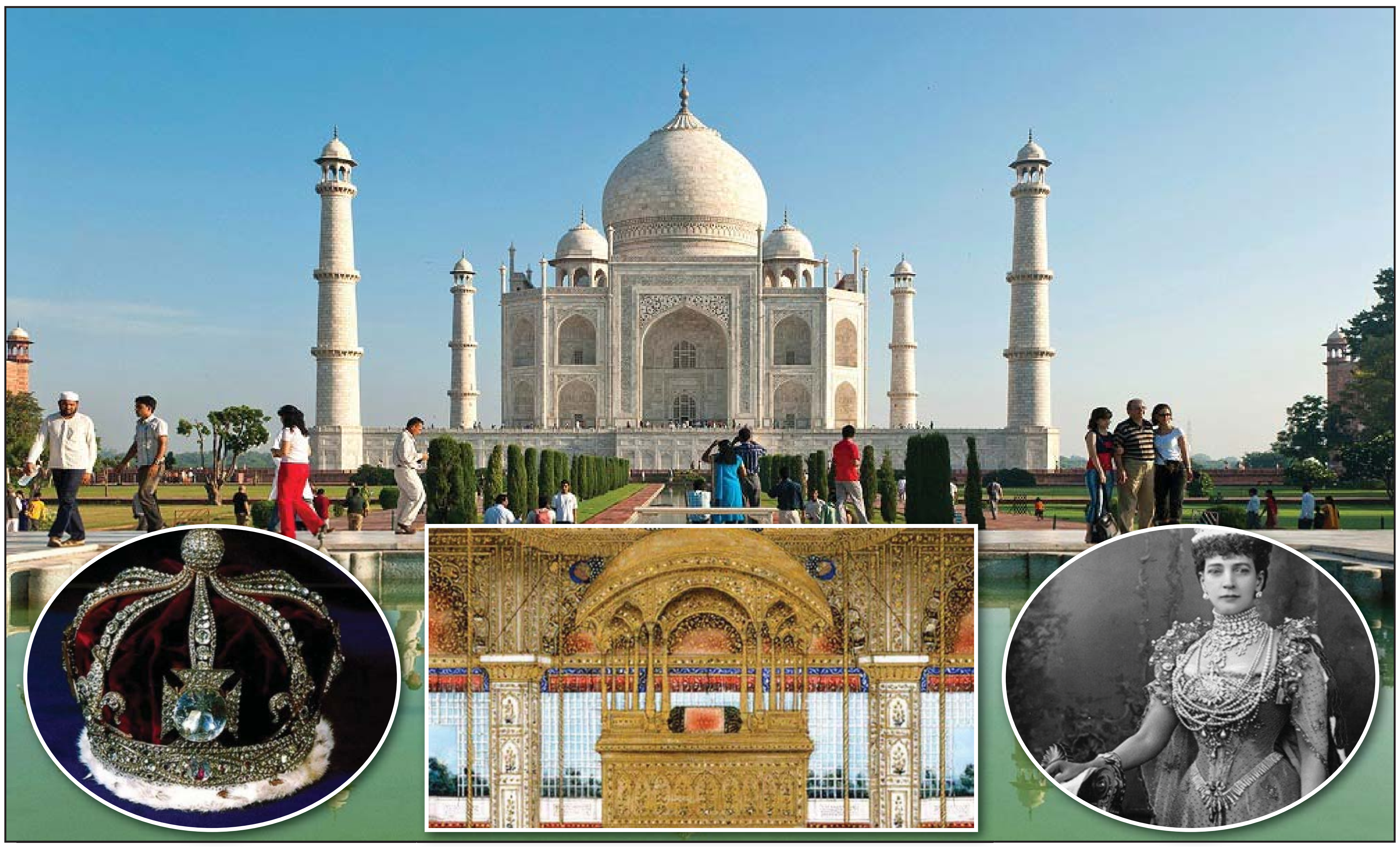

সবটাই মহামূল্যবান চুন্নি ও পান্না দ্বারা মুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

প্রত্যেক স্তম্ভের মাথায় মণি-মাণিক্য খচিত এক জোড়া ময়ূর মুখোমুখি বসানো হয়েছিল এবং প্রতি জোড়া ময়ূরের মধ্যস্থলে একেকটি মণি মাণিক্য নির্মিত গাছ এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছিল যেন ময়ূর দুটি ঠুকরে গাছের ফল খাচ্ছে এরূপ প্রতীয়মান হয়।

পুরো সিংহাসনে অসংখ্যা নকশার মধ্যে ফাঁকা অংশটুকু কারুকার্য করা হয় ক্ষুদ্রাকৃতির হীরা দিয়ে। হীরা পান্না দ্বারা সুসজ্জিত তিনটি সিঁড়ির সাহায্যে ওঠানামার ব্যবস্থা ছিল। সিংহাসনের অপরের চাঁদোয়ার চারকোণে বসানো হয়েছিল সারিবদ্ধ মুক্তা। চাঁদোয়াটির নিচেও ছিল হীরা আর মুক্তার বাহারি নকশা। রকমারি জহরত দিয়ে সাজানো ময়ূরগুলোর লেজ ছিল নীল রঙের মণি দিয়ে তৈরি। এক একটি বিরাট আকারের চুনি বসানো ছিল ময়ূরের বুকে। সেখান থেকে ৫০ ক্যারটের একটি হলুদ রঙের মুক্তা ঝুলে থাকতো। সিংহাসনটিতে বসবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে অগণিত মনি মুক্তা শোভা পেত।

১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পারস্যের মহামান্য সম্রাট আব্বাস তৎকালীন এক লাখ টাকা মূল্যের একটা হিরা বাদশাহকে উপহার দেন। সম্রাট শাহজাহান পিতার এই উপহার প্রাপ্ত অত্যন্ত দামি হীরাটিও সিংহাসনে যোগ করেন। এই ময়ূর সিংহাসনের নির্মাণ ব্যয় নিয়ে দুটি তথ্য পাওয়া যায়। সেকালে এটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল ৮ কোটি টাকা, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে তৎকালীন ইউরোপীয় পর্যটক টাভার্নিয়ার উল্লেখ করেছেন, এই শিল্পমণ্ডিত বহুমূল্য রত্নখচিত সিংহাসনটি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল পাঁচ কোটি টাকার হীরা-মুক্তা-পান্না, ৯০ লাখ টাকার জহরত, ২০ লাখ টাকা মূল্যের ১ লাখ তোলা ওজনের স্বর্ণ।

কোহিনূর হীরা ময়ূর সিংহাসনে বসানো ছিল। পরে ব্রিটিশের হাতে কোহিনূর হীরাটি চলে যায়। এক সময় ইংল্যান্ডের রানি মহারানি ভিক্টোরিয়ার মুকুটে সেটা শোভা পায়।

কোহিনূর হীরা ময়ূর সিংহাসনে বসানো ছিল। পরে ব্রিটিশের হাতে কোহিনূর হীরাটি চলে যায়। এক সময় ইংল্যান্ডের রানি মহারানি ভিক্টোরিয়ার মুকুটে সেটা শোভা পায়।

এই মহামূল্যবান ময়ূর সিংহাসনটি ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সম্রাট মোহাম্মদ শাহের শাসনামলে, পারস্য সম্রাট নাদির শাহের ভারতবর্ষ অভিযানকালে লুণ্ঠিত হয়। এর অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে পাগলপারা হয়ে নাদির শাহ সিংহাসনটি সঙ্গে নিয়ে যান নিজ দেশ পারস্যে (বর্তমান ইরান)। পরে এই ময়ূর সিংহাসনের জন্য তার প্রতিপক্ষের কাছে নিদারুণভাবে খুন হন তিনি। ১৭৪৭ সালে নাদির শাহ আততায়ীর হাতে নিহত হন। এরপরই আসল ময়ূর সিংহাসনটি হারিয়ে যায়। নাদির শাহের মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট গোলযোগের মধ্যে হয় এটি চুরি হয়ে গিয়েছিল, নয়তো এর বিভিন্ন অংশ খুলে আলাদা করা হয়েছিল। এটাও ধারণা করা হয়, সিংহাসনটি হয়তো ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতানদেরকে দেয়া হয়েছিল।

যা-ই হোক, পরবর্তী ইতিহাসে পারস্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনগুলোকে ভুলক্রমে ‘ময়ূর সিংহাসন’ নামে ডাকা হতো, যেগুলোর সঙ্গে আসল ময়ূর সিংহাসনের মিল ছিল না। আবার ১৮১২ সালে আলী শাহ কাজার কিংবা ১৮৩৬ সালে মোহাম্মদ শাহ কাজারের তৈরি সিংহাসনের সঙ্গে মুঘল চিত্রকলাতে প্রাপ্ত আসল ময়ূর সিংহাসনের কিছুটা মিল দেখা যায়। ইতিহাসবিদদের ধারণা, হয়তো মূল ময়ূর সিংহাসনের অংশ বিশেষ এগুলো তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছিল।

আজ ভারতে কেন পারস্যেও নেই এই সিংহাসনটি। অনেক রাজার রাজত্বে হাত বদল হয়ে কালের গর্ভে ধ্বংস হয়ে গেছে। বিশ্বখ্যাত কোহিনূর হীরা ময়ূর সিংহাসনে বসানো ছিল। পরে ব্রিটিশের হাতে কোহিনূর হীরাটি চলে যায়। এক সময় ইংল্যান্ডের রানি মহারানি ভিক্টোরিয়ার মুকুটে সেটা শোভা পায়। বংশপরম্পরায় ইংল্যান্ডের রানি মহারানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মুকুটেও শোভা পেয়েছিল এটি। প্রাচীনকালের সুন্দরী কুমারীর মতো ময়ূর সিংহাসনে স্থান পাওয়া দূর্লভ রত্ন বিখ্যাত কোহিনূর হীরাটিও বিভিন্ন রাজা বাদশাহ ও শাসকের হাত ঘুরে এখন স্থান পেয়েছে ইংল্যান্ডের টাওয়ার অফ লন্ডনে।

যে ছায়ায় আলোর মায়া

আহমদ রাজু

ধারাবাহিক গল্প

‘তুমি নিখোঁজের দু’দিন পরে তোমার লাশ পাওয়া যায় ঐ পোড়ো বাড়ির সামনেই। লাশ দেখে তখন মনে হয়েছিল, মাত্র ক’ঘন্টা আগেই তোমাকে কেউ হত্যা করেছে।’

‘হতে পারে হয়তো।’ কথাটায় তেমন গুরুত্ব দেয় না কাকলি। তার ভাব দেখে মনে হয়, সেই লাশ পাওয়া- কবর দেওয়া আহামরি কিছু নয়।

একটু থেমে বলল, ‘তারপর কী হলো?’

‘কী আর হবে? তোমাকে হত্যা করার অপরাধে অনেকে জেল খেটেছে। দু’জন এখনও জেলে বন্দী আছে। কেউ কেউ অবশ্য মারাও গিয়েছিল।’

‘হত্যার অপরাধে জেলে? সে কারা?’

‘মলয় শেখ, তার ছেলে ফরিদ আর সাথে যারা ছিল সবাই। বাবা মামলা দিয়ে সবার অবস্থা একদম খারাপ করে দিয়েছে।’

‘আমাকে মারার অপরাধ তাদের ওপর কেন?’

কাকন কিছু একটা বলতে যাবে এমন সময় হাবলু ক্ষিপ্রগতিতে ঘরে ঢুকে ভয়ে ভয়ে বলল, ‘তুই আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছিস! বেরো এখান থেকে।’ বলে কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাকলির হাত ধরে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে ঝড় বৃষ্টি থেমে আকাশ ফকফকা হয়ে গেলেও তার আগমনের চিহ্ন রেখে গেছে প্রকৃতিতে। উঠানে জটলা দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তানিয়া। সে মুখে কোন কথা না বললেও কাকলির দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ভূত বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে! মনে মনে ভয়ের রাজ্যে বসবাস করলেও তা প্রকাশ করে না। শুধুমাত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

হামিদ গাজী গুটি গুটি পায়ে উঠানে এসে দাঁড়িয়ে মনে মনে কী যেন ভাবলো। তারপর কাকনের উদ্দেশ্যে বলল, ‘দেখলি তোর বড় ভাই ওকে গ্রামের বাইরে দিয়ে এসেছে, তাহলে তুই তাকে আনতে গেলি কেন?’

‘আব্বা, আমাকে কেউ নিয়ে আসেনি, আমি নিজেই এসেছি। নিজেদের বাড়ি- কাউকে নিয়ে আসতে হবে কেন?’ হামিদ গাজীর চোখের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম স্পষ্ট জবাব দেয় কাকলি।

হামিদ গাজী কাকলির চোখে অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখতে পায়। তাকে প্রথম দেখে যেমন অনুভূতি হয়েছিল ঠিক তেমনি মনের ভেতরে ঝনাৎ করে বেঁজে ওঠে। সে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রেখে আমতা আমতা করে বলল, ‘আমি তোমাকে কতবার বলবো, আমার মেয়ে মারা গেছে তেইশ বছর আগে। সেই শোকে তার মা’ও মারা গিয়েছিল পরের বছর।’

‘মা নেই!’ চোখ জলে ভরে যায় কাকলির। সে কেঁদে ওঠে। তাকে সান্ত্বনা দেবার মত তেমন কেউ নেই এই বাড়িতে এতক্ষণে বুঝে গেছে। তাইতো মনকে বুঝিয়ে কান্না নিবারণ করতে চাইলেও পারে না। অন্তরের গভীর থেকে কান্না যেন উছলিয়ে ওঠে অহর্নিশ।

‘এই থামতো! ফালতু নাটক শুরু করেছে। এটা কী যাত্রা মঞ্চ?’ ধমক দিয়ে বলল হাবলু।

কাকন বলল, ‘বড় ভাই, ওর কথা আমরা শুনতে পারি নাকি? কী বলতে চায় বলুক না। সবচেয়ে বড় কথা, ওর চেহারার সাথে কাকলি আপুর পুরোপুরি মিল আছে। এ পর্যন্ত যা বলেছে তার কিছুইতো মিথ্যা বলেনি। শুধু তাই নয়, যেদিন সে হারিয়ে গিয়েছিল সেদিন যে পোশাক পরা ছিল, আজও তাই আছে। একটু ভাবো বড় ভাই, কীভাবে এটা সম্ভব!’

‘পুলিশের কাছে সব সম্ভব। কেসের সমস্ত ডিটেলস্ তাদের কাছে আছে। তারা একজনকে সাজিয়ে যদি পাঠায় তাহলে অস্বাভাবিক কিছু নয়।’

‘সেটা হয়তো ঠিক। তবে এভাবে চেহারায় পুরোপুরি মিল করা শুধু অসম্ভব নয়- অবাস্তবও বটে।’

‘সব হয়- সব হয়; ওসব বুঝবি না। তুই থাম।’ বলে কাকনকে থামিয়ে দেয়।

‘আব্বা আপনি কিছু বলেন। হয়তো আল্লাহ ওকে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন।’ কাকনের সরলতা দেয়ে গা জ্বলে ওঠে হামিদ গাজীর। সে কাকনকে ধমক দিয়ে বলল, ‘তোর ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি দেখছি ব্যাপারটা।’

কাকলি মায়ের মৃত্যুশোকে মূহ্যমান। সে ফুপাতে ফুপাতে বলল, ‘মা’র কী হয়েছিল? তাকে আমি শেষ দেখাটাও দেখতে পারলাম না! আমার জন্যে তোমরা একটু অপেক্ষা করতে পারলি না?’

‘তোমার জন্যে কীভাবে অপেক্ষা করতাম? তুমিতো আরো দু’বছর আগে মারা গিয়েছিলে।’ বলল কাকন।

‘আমি যদি মারা যায় তাহলে তোদের সামনে আছি কীভাবে? এই দ্যাখ আমাকে ছুঁয়ে দেখ।’ বলে কাকনের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দেয় কাকলি।

‘না কাকন; একদম না। ওকে ছুবি না। তুই ছুয়ে দিলেই অন্যরকম কিছু ঘটে যেতে পারে।’ ঘরের কোনা দিয়ে গুটি গুটি পায়ে আসতে আসতে বলল ময়েন।

মায়ের মৃত্যু সংবাদে চোখে জল ভরা থাকলেও মুখে কিঞ্চিত হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, ‘ছোট কাকা তুমিও আমাকে চিনতে পারছো না?’

কোন কথা বলে না ময়েন। তার নীরবতা দেখে কাকলি বলল, ‘ছোট কাকা তোমার মনে আছে, একদিন ভোরে খেঁজুরের রস পেড়ে সবেমাত্র উঠানে এনে রেখেছিলে। আমি না ছেকে একটা ভাড় থেকে রস খেয়েছিলাম। তোমাকে আসতে দেখে ছুটে পালাতে যেয়ে গাছ কাটার দা’র ওপর পা দিতেই সামান্য কেটে গিয়েছিল। অল্প একটুর জন্যে সেদিন বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছিলাম। তুমি পরম মমতায় পায়ের কাটা জায়গায় মলম লাগিয়ে দিয়েছিলে। আমাকে মিষ্টি কিনে খাবার জন্যে দুই টাকার একটা নোট হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলে, আমি যেন কাউকে না বলি। অথচ পুকুর ঘাট থেকে মা আসলে সব কথা তাকে বলে দিয়েছিলাম।’ পরেরদিন তুমি সেই দুই টাকা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলে। মনে পড়েছে সেসব কথা?’

ময়েনের সব কথা মনে পড়ে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের সেই দৃশ্য। সে ভেতরে ভেতরে ভয়ে মূহ্যমান। বলল, ‘কাকলি মারা গেছে বহু আগে। ওসব বলে আসাদের মন গলাতে পারবে না। দয়া করে অন্য কোথাও যেয়ে চেষ্টা করো।’

কাকলি নিজেকে সংযত না করতে পেরে চিৎকার করে ওঠে, ‘আমাকে তোমরা কেন বিশ্বাস করতে পারছো না? আমি তোমাদের মেয়ে কাকলি। আব্বা আপনি বলুন, কী করলে বুঝবেন আমি আপনার মেয়ে?’

হামিদ গাজী থতমত খায়। নিজেকে তবুও স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল, ‘তুমি যদি আমার সত্যি মেয়ে হয়ে থাকো তাহলে তোমার কাছে হাতজোড় করে বলছি, এখন তুমি বিদায় হও। তোমাকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমার মেয়ে মারা গেছে বহু বছর আগে, সে বিশ্বাস নিয়ে থাকতে দাও। আর জ্বালিওনা, এমনিতে চারিদিক থেকে জ্বলে পুড়ে মরছি।’

নিজের বাবার কথায় নিজেকে এখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় কাকলির। ঘুম ভাঙার পর যে বিশ্বাস নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছিল সে বিশ্বাসের ভীত কেমন যেন নড়বড়ে হয়ে গেছে। কী করবে বুঝতে না পেরে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিকে এগিয়ে যায় হাবলু আর ময়েন। হাবলু বলল, ‘জীবনে কত ভূত প্রেত দেখলাম; আর এ তো কোথায় বাচ্চা ভূত! এই বেরো এ বাড়ি থেকে; বের হ। আর যদি কোনদিন এ বাড়ি মুখো এমনকি গ্রাম মুখো হস তাহলে সেদিন কিন্তু আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।’

সহজেই নিয়তিকে মেনে নেয় কাকলি। মন তার ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। কোথায় যাবে সে? বয়সটাও আহামরি বেশি নয়। যে বয়সে বাবা-মায়ের ছত্রছায়ায় থাকার কথা সে বয়সে তাকে হতে হচ্ছে বাড়ি ছাড়া! সে মনে পর্বত সমান কষ্টা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় চলে যায় দৃষ্টির অতলে।

কাকলিকে দেখার পর দু’চোখে ঘুম আসে না তানিয়ার। সে এতবছর সংসারে এসে কত নির্যাতন- কত অপমান সহ্য করেও শেষ রাতের দিকে দু’চোখের পাতা এক করেছে অথচ কাকলির চোখে চোখ ফেলতেই তার ঘুম সব উবে গেছে জলীয়বাষ্প হয়ে। কেবলই তাকে কোন এক অদৃশ্য শক্তি টেনে নিয়ে যাচ্ছে আগামীর দিকে। গত তেইশ বছর হাতে গোনা দু’একবার বাড়ির বাইরে গিয়েছিল; তাও কোর্টে সাক্ষী দিতে। বাইরে যেতে মন যে চায়নি তা নয়, চাইলেও হাবলু তাকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিল, বাড়ির বাইরে না যাবার জন্যে। কিন্তু আজ সে বাইরে যাবেই। কোন শক্তি তাকে আটকাতে পারবে না।

কাকলি হত্যা মামলা বহুবছর পর আবারো আদালতে ওঠে। কে, কী কারণে মামলা আদালতে তুললো তা বুঝে উঠতে পারে না হামিদ গাজী। যে মামলায় আসামীদের কেউ কেউ সাজা খেটে বেরিয়ে গেছে, কেউ কেউ মারাও গেছে, সে মামলা কে উপরে তুলে ধরার চেষ্টা করছে? কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সে।

কোর্ট প্রাঙ্গণে সাজ সাজ রব। একটা স্পর্শকাতর মামলা আজ আবারো আদালতে উঠছে! তাছাড়া ভিকটিম অর্থাৎ যাকে তখন হত্যা করা হয়েছিল তাকে গ্রামে অনেকে স্বশরীরে দেখেছে বলে কানাঘুসা চলছে! সে নাকি গ্রামের বাড়িতে এসেছিল! শ’ শ’ লোকের সামনে কথাও বলেছে! এ কথার বিশ্বাসযোগ্যতা আদালতের কাছে একদমই নেই। আদালত চায় স্বাক্ষ্য-প্রমাণ, কোন অবাস্তব ঘটনা নয়। বিচারকার্য শুরু হয়েছে।

‘সাক্ষী তানিয়া হাজির’ বলতেই তানিয়া কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ায়। যা দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় হামিদ গাজীর। শুধু হামিদ গাজীর বললে ভুল হবে, হাবলু থেকে শুরু করে উপস্থিত অনেকের মনে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয়। হঠাৎ পুরোনা সাক্ষীকে কেন তলব আদালতের? তার তো বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষেধ। তাহলে কোন সাহসে- কী কারণে কাউকে কিছু না বলে বাড়ির বাইরে আসলো! তাও আবার আদালতে! সে তো অবাস্তব ব্যাপার। হামিদ গাজী কটমট করে তার বৌমার দিকে তাকায়। হাবলু উঠে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে কিছু বলতে গেলে বিচারক তাকে থামিয়ে দেয় যা তানিয়ার চোখ এড়ায় না। তানিয়া বুঝেছে, আজ এই কাঠগড়ায় উঠার ফল খুব খারাপ হবে; হয়তো সে ফল সকল চরমতাকে উৎরে যাবে। তবুও সে সংকল্প করেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে- আজ তার থামার কোন সুযোগ নেই। তাতে, সকল বাস্তবতা মেনে নিতে প্রস্তুত সে।

‘আপনি নির্ভয়ে বলুন’ জজের এমন নির্দেশে তানিয়া বলল, ‘জজ সাহেব, কাকলিকে অপহরণ সেদিন আমার ভাই ফরিদ করেনি। আমার বাবাতো এ ব্যাপারে কিছুই জানতো না। যা করেছিল তা আমার স্বামী আর আমার শ্বশুর মিলেই করেছিল। তাদের সাথে ছিল আরো দুইজন।’

কথাটা শুনে আদালতে উপস্থিত লোকজন তো হতবাক। এত বছর পর এসে এ কী বলছে তানিয়া। আর অভিযোগ করবি তো কর একেবারে নিজের স্বামী- শ্বশুরের নামে! পিনপতন নীরবতার চাদরে মোড়া আদালতে এ ওর সাথে গুঞ্জনে মেতে উঠলে জজ সাহেব অর্ডার অর্ডার বলতেই আবারো নীরবতা নেমে আসে। উকিল বলল, ‘আপনি বলুন, তারপর কী হলো?’

তানিয়া নিজেকে শক্ত করে বলল, ‘সেদিন সকালে কাকনের সাথে কাকলি মাঠে খেলছিল। হঠাৎ পানির পিপাসা লাগায় সে বাড়ি চলে আসে পানি পান করতে। সেই বাড়ি আসাটাই কাল হলো তার। আমার স্বামী কাকলিকে বলেছিল, জঙ্গলের মধ্যে একটি সুন্দর রাজবাড়ী খুঁজে পাওয়া গেছে; আমরা কয়জন সেখানে যাচ্ছি, তুইও চল। সে যেতে রাজি না হয়ে বলেছিল, কাকনরা আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। পরে একদিন সবাই মিলে যাবো বলে পানি না পান করে বাইরে যেতে উদ্যত হয়। তখন শ্বশুর ইশারা করতেই আমার স্বামী কাকলির মাথায় পেছন থেকে কুড়ালের আছাড় দিয়ে আঘাত করে। কাকলি একাবার মাত্র মা বলে সেখানেই পড়ে যায়। আমি ছুটে যেয়ে অচেতন কাকলির মাথায় পানি দেবার চেষ্টা করি। শ্বশুর পাশে থাকা হাসুয়া হাতে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে গলার ওপর ধরে বলে, ‘কথাটা যদি দুই কান করেছো তো তোমার অবস্থা এর চেয়েও ভয়াবহ হবে। যাও নিজের ঘরে যাও।’ আমি ওদের ভয়ে ঘরে যেয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে থাকি। ছোট চাচা শ্বশুর ময়েন আর পাশের বাড়ির রশিদ এসে কাকলির পা ধরে টানতে টানতে শ্বশুরের ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়।’ *ক্রমশ.....*

প্রেরণা

সুচিত চক্রবর্তী

অণুগল্প

গ্রামের নাম মদনপুর। সেই গ্রামের মেয়ে প্রেরণা। প্রেরণার বয়স উনিশ বছর। গরম রক্ত টগবগ করে ফুটছে। বেশ স্কাউট বডি। শরীরও ফিট। ফিট হবেই না কেন? রোজ মর্নিং ওয়াক এবং ফিজিকল এক্সারসাইজ করে। প্রেরণা আবার ক্যারাডেতে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়্যান। প্রেরণা গ্রামের প্রেরণাও বটে ।ওর কাজের সাথে ওর নামের বেশ মিল আছে। গ্রামের মানুষ বিপদে পড়লেই প্রেরণা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দেয়। এলাকায় কিছু লম্পট ছেলে ছিল। ওরা একসময় গ্রামে অন্যায়ভাবে দাপিয়ে বেড়াত। ওদের কথায় গ্রামের মানুষরা চলত ।আজ গ্রামের পরিবেশ আবহাওয়া পালটে গেছে। প্রেরণা আজ গ্রামকে নতুনভাবে জন্ম দিয়েছে। একসময় লম্পটদের সরদার ছিল রাকেশ। এলাকায় রাকেশ বেশ প্রভাবশালী ছিল ।রাকেশের কথায় রাকেশের দল এলাকায় লাম্পট্য করে বেড়াত। হঠাৎ রাকেশের বাবা অসুস্থ হলেন। হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হল। ডক্টর সেন রাকেশের বাবাকে দেখে বললেন, ইমিডিয়েট ওনাকে একটা অপারেশন করতে হবে ।অপারেশন খরচ আনুমানিক দু- লক্ষ্ টাকা। এক ঘন্টার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। ইমিডিয়েট অপারেশন না করলে রোগীকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে যাবে।

রাকেশ ছুটে গেল ব্যাংকে ।ব্যাংক থেকে টাকা তুলে রাকেশ হাসপাতালে যাচ্ছিল।হঠাৎ পথে চারজন দুষ্কৃতী রাকেশের সামনে এসে দাঁড়াল।রাকেশ যখন ব্যাংক থেকে টাকা তুলছিল ওই সময় দুষ্কৃতীরা রাকেশকে ফলো করেছিল। ওরা যখন রাকেশকে আক্রমণ করে টাকা ছিনিয়ে নিতে চায় ঠিক সেই সময় দেবী দুর্গা হয়ে প্রেরণা ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্যারাডের মাধ্যমে প্রেরণা দুষ্কৃতীদের মেরে সরিয়ে দিয়ে রাকেশকে উদ্ধার করল। তারপর প্রেরণা নিজেই রাকেশকে হাসপাতালে পৌঁছে দিল।

প্রেরণা এখন এলাকায় দেবী দুর্গা। ও এখন এলাকার গর্ব। প্রেরণা লেখাপড়ায় বেশ ভালো। ও এখন ডাক্তারি পড়ছে। ডাক্তারিতে চান্স পাওয়ার পর ওর ডাক্তারি পড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ভয়ংকর একটা ঝড় ওর জীবনকে ওলট-পালট করে দিতে চাইছিল। কিন্তু তা আর হলো না। পুরো গ্রাম প্রেরণার পাশে ছুটে এল। রাকেশ বলল, বিন্দু বিন্দু জল দিয়ে সমুদ্র হয়। প্রেরণা তুমি ডাক্তারি পড়, ছেড়ে দিও না। তোমার মত ভালো মেয়ে যদি অর্থের অভাবে ডাক্তারি পড়া বন্ধ করে দেয় তবে তা হবে গ্রামের পক্ষে অপমান। গ্রামের ছেলে তপন বলল, এই গ্রামে ভালো ডাক্তার নেই। কবিরাজ দিয়ে কোন মতে চলছে। কারোর সিরিয়াস রোগ হলে রোগীকে নিয়ে শহরে যেতে হয়। গ্রামে ডাক্তার থাকলে আমাদের আর শহরে যাবার কথা ভাবতে হবে না। আজ গ্রামের মেয়ে প্রেরণা ডাক্তার হলে ও এখানেই ডাক্তারি করবে।

প্রেরণা সেদিন গ্রামের মানুষের অর্থ সাহায্য নিয়েই শহরে গিয়েছিল ডাক্তারি পড়তে। ডাক্তারি পাশ করে প্রেরণা এখন গ্রামে ফিরে এসেছে। গ্রামে সে একটা ছোটো হাসপাতাল তৈরি করেছে। গ্রামের মানুষ এখন ভালই আছে প্রেরণার ভালোবাসাও প্রেরণায়।

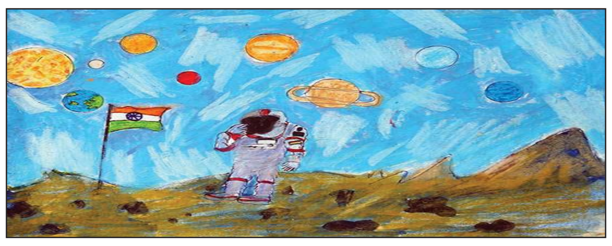

যদি ফেরে বিক্রম প্রজ্ঞান

শিবশঙ্কর দাস

ধর তোর বাড়ির উঠোনের এই কোণে
যদি নামে চন্দ্রযান বিক্রম এইখানে
যদি বলে, চাঁদের বুড়ির খবর এনেছি
তখন তুই কী করবি ভেবে দেখেছিস?
মনে কর প্রজ্ঞান নেমে এসে সটান
বিক্রমের পেট থেকে আলো করে উঠান
চুপি চুপি বলে কিছু তোর কানে কানে
তুই কি একটুও বুঝবি সে কথার মানে?
আমি কিন্তু ভেবে ফেলেছি এক নিমেষে
যদি বিক্রম প্রজ্ঞান চাঁদ থেকে ফিরে আসে
বলব, বলো, এখনো কি বুড়ি চরকা কাটে?
হাত ব্যথা হয় না? চোখ হয়নি ঘোলাটে ?
তিলের নাড়ু মোয়া টোয়া কিছু এনেছো কি?
নাকি শুধুই এনেছ ধাতব মৌল গয়নাগাটি।
ওসব রাখো তোমার ঐ বিজ্ঞানীদের জন্য
আমাকে শোনাও শুধু ঐ চাঁদবুড়ির গল্প অনোন্য।

স্মৃতিচারণ

শীলা সোম

মা কোথায় হারিয়ে গেলেন তারাদের ভীড়ে,
চারদিকে তাঁরই স্মৃতি, রয়েছে আজও ঘিরে।
মনে পড়ে ছেলে বেলা, ঘুমপাড়ানির সে গান
যাদু মাখানো সুর আজো আকুল করে প্রাণ।
শুনেছি যে গল্প কত, কত রকম ছড়া,
শুনে শুনেই তৈরি হতো বই এর যত পড়া।
রান্নার হাত মায়ের ছিল, বড়োই চমৎকার,
এমন সুস্বাদু রান্না বলো কোথা পাবো আর?
জ্বর হলে দেখেছি মাকে ঢালতে মাথায় জল,
তার সাথে পাখার বাতাস, দিয়ে তাঁর বল।
মা বসে ঠায় শিয়রে, কাটিয়ে বিনিদ্র রজনী,
কাতর এখন বিছানায়, কোথা মোর জননী।
কোথাও গেলে অস্থির মনে, শুধু যে ঘরবার,
বাড়ি ফিরে না আসা’বধি শান্তি ছিল না তাঁর।
দেরী হলে আজ আর কেউ ভাবে না এসব ,
মা’র সাথে হারিয়ে গেছে, ভাবনার কলরব।
মায়ের ব্যবহার্য্য জিনিস সব আছে ঠিক,
চলছে যে আগের মতন ঘড়িতে টিক টিক।
সবকিছু শূন্য করে মোদের মা গেলেন চলে,
আমরা একা বিষাদগ্রস্ত, ভাসি নয়ন জলে।
দেখতে আর পাইনা মাকে, মা যে কোথাও নেই,
মা বুঝি বা দূর আকাশে, দেখছে আমাদেরকেই।
স্নেহের পরশ দিয়ে মাথে, বলেন আছি আমি,
সত্যিকারের মানুষ হয়ে, ওঠো হয়ে দামী।

ছড়া-ছড়ি

শরতকাল

জাহাঙ্গীর চৌধুরী

পড়েছে আজ কুহেলির চাদর
দুর্বাঘাসের উপর।
মেঘ তাড়িয়ে হিমেল সমীরণ
ভেঙেছে বৃষ্টির ঘর।
তরুর কাছে অশনি সংকেত
পল্লবী ঝরার বার্তা।
বৃষ্টি শূন্যতায় নির্ঝরের গায়ে
লেগেছে অনেক ব্যথা।
হাসনাহেনা যুই চামেলি খোশে
নিশির আঁধারে হাসে।
গন্ধভরা নিশি কাটবে সবাই
নিদ্রায় অতি উল্লাসে।
কঁচি ধানের পাতা ঢেউ খেলায়
ঝলমল করে জল।
নদীর ধারে ফুটেছে কাশফুল
আকাশে বকের দল।
নিরবে কাটে নদীর দিনকাল
মাঝিরা ওড়ায় পাল।
আসল আজকে ভুবন নন্দিত
আনন্দের শরতকাল।

অসঙ্গতি

সাহারুখ মোল্লা

কাদার ছিটা লাগলো বলে
সাগর গিয়ে ধৌত কর;
হৃদয় ভরে আবর্জনায়,
কেমন করে গর্ব কর?
বেশভূষায় জ্ঞানের প্রলেপ
ভাষায় কেন অসঙ্গতি?
ছুছুন্দারে সুগন্ধি দিলে
সেটাও হবে অসঙ্গতি!
বাঘের মত দেখতে বলে
ভয় দেখাবে লেজে!
জায়গা মত থাকলে পরে
বিড়ালও যে বাঘ সাজে;
কথার মালা গাঁথলে পরে
রবি ঠাকুর হয় না তবে,
হুমকি দিয়ে চমকে দিলে
নজরুল নয় তুমি বটে।
আকাশকুসুম ভাবলে তুমি
হয় না সফল শ্রম ছাড়া,
ডিগ্রি নিয়ে ভঙ্গি করে
হতেই হবে ছন্নছাড়া।

শরৎ এলে

আসগার আলি মণ্ডল

শরৎ এলে দোলায় মাথা
সফেদ কাশের বন
পুজো পুজো গন্ধ ভাসে
উতাল করে মন।
শরৎ এলে শুভ্র শিশির
মুক্ত সম হাসে
শোভা বাড়ায় আলোর ছোঁয়ায়
মাঠের সবুজ ঘাসে।
শরৎ এলে শিউলি ফোটে
সুবাস ছড়ায় সাঁঝে
পেঁজা তুলোর ভেলা ভাসে
নীল আকাশের মাঝে।
শরৎ এলে মাঠে-মাঠে
সবুজ আমন দোলে
প্রভাত রবির আলোর ছটায়
সকল ব্যথা ভোলে।

বাঁচাও ঈমান

মহবুবুর রহমান

ফরজ ওয়াজিবের খবর নাই!
জশনে জুলুস নিয়ে ব্যস্ত!
বিদআতী মিশনের ভায়রাভাই!
নবী প্রেমী! সুন্নী আস্ত!
সুন্নতের ক্ষেত্রেই উদাসীন!
সীরাতুন্নবীতে গাত্রদাহ!
মিলাদুন্নবী যে ভিত্তিহীন!
এ সত্য মানে না গো!
এদের নিয়ে আর কি লিখি?
এরা সবাই বাটপার!
মৌজ মস্তি আর টাকার লাগি,
সত্য কে করে তিরস্কার!
হক্কপন্থীরা জাগো সবে,
থেকো সদা সাবধান!
সঠিক দিশা দেখাও ভবে,
বাঁচাও আপন ঈমান।।

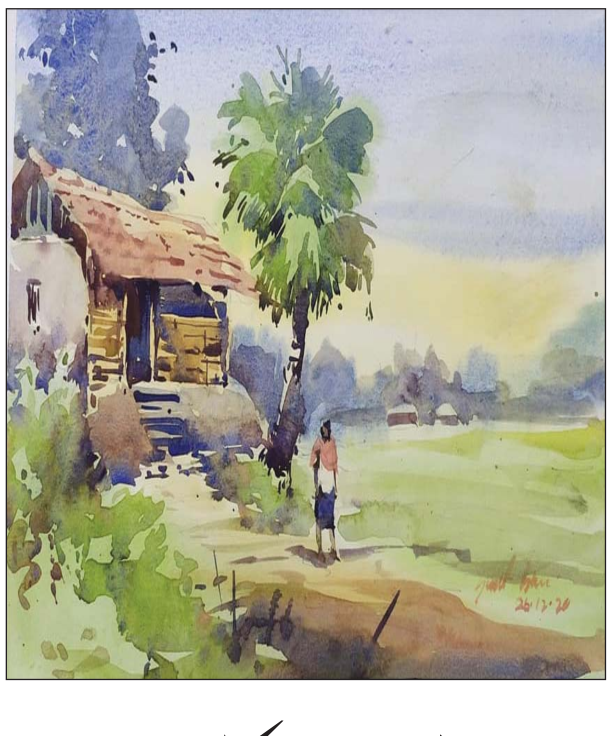

সম্পর্ক ও সম্মান

শেখ কামাল উদ্দীন

সম্পর্ক, নাকি সম্মান! কে মহীয়ান!
অর্থ, নাকি বল! কে বলো বলীয়ান!
রূপ, নাকি গুণ! কে হবে বিজয়ী!
হার, নাকি ভয়! কে হবে ধরাশায়ী!
বিদ্যা নাকি বুদ্ধি! কার জোর বেশি?
মাতা নাকি বউ! কাকে বড় ভালোবাসি!
কালো নাকি ফর্সা! কে বেশি দামী?
বাবা নাকি চাকর! কে হবে আসামী!
অন্তর নাকি বাহির! কে বেশি সুন্দর?
মেকি বন্ধু না শত্রু! কে হয় ধুরন্ধর?
চাকরী নাকি ব্যবসা! কিসে বেশি টাকা!
কলসি নাকি হাঁড়ি! কোনটা বেশি ফাঁকা?
দিন নাকি রাত! কখন বেশি ভয়?
ত্যাগ নাকি অর্জন? কিসে দেখি জয়!
প্রেম নাকি ঘৃণা! কিসে করি উল্লাস!
জোর কার বেশি? ঝড় না মৃদু বাতাস!
শীত নাকি বসন্ত? কিসে বেশি আরাম?
বৈধ না’হলে অবৈধ! হালাল হয় হারাম।
ছাত্র নাকি শিক্ষক! বেশি কার দরকার!
নেতা নাকি মানুষ! ভাববে না সরকার?
ভোট নাকি জোট? নাকি শুধু ঘোঁট!
জিততে হবে তাই, ছোট শুধু ছোট।
মা, নাকি মাসি। কার যে দরদ বেশি!
আবেগ নাকি যুক্তি! কাকে ভালোবাসি?
সাদা নাকি কালো? কোনটা বেশি ভালো!
জ্যোৎস্না নয়, তোমার চোখের আলো।
পুরুষ, নাকি নারী! কে বেশি জরুরি?
শুভ সংসারে উভয়েই সমান দরকারি।
আসল কথা তবে কোনটা? চিরন্তন।
সবচেয়ে হয় ভালো, ঘটেনা অঘটন?
মিছে সম্পর্ক, না যদি থাকে তাতে সম্মান!
সত্যি প্রেমে সম্পর্ক সম্মান সমান সমান।

রামোসের আত্মঘাতী গোলে বার্সেলোনার জয়

আপনজন ডেস্ক: এক ম্যাচ পরেই আবারও জয়ে ফিরেছে বার্সেলোনা। গতকাল রাতে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে সেভিয়াকে হারিয়েছে ১-০ গোলে। সেটাও আবার আত্মঘাতী গোলে। নিজেদের জালেই বল জড়িয়ে বার্সেলোনাকে জয় উপহার দেন সের্হিয়ো রামোস। দুই মৌসুম আগে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে পিএসজিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন রামোস। এবার ফিরেছেন শৈশবের ক্লাব সেভিয়াতে। সেখানে শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি রক্ষণভাগের এই খেলোয়াড়ের।

মায়োর্কার সঙ্গে আগের ম্যাচে ড্র করায় শীর্ষ স্থান হারিয়েছিল বার্সেলোনা।

কালকের জয়ে আবারো সবার উপরে কাতালানরা। আট ম্যাচে ২০ পয়েন্ট তাদের। সাত ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে জিরোনা। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে রিয়াল মাদ্রিদ।

আজ রাতে মুখোমুখি হবে রিয়াল ও জিরোনা।

ঘরের মাঠে বলের দখল, আক্রমণে এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। কিন্তু কাঙ্খিত গোল পাচ্ছিল না। প্রথমার্ধে তিনটি শট লক্ষ্যে রেখেও জালে পাঠাতে পারেনি বার্সার ফরোয়ার্ডরা। অবশেষে ৭৬ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় বার্সা। লামিন ইয়ামিনের ক্রস ফেরাতে গিয়ে নিজেদের জালেই পাঠান রামোস। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধান ধরে রেখে জয় নিশ্চিত করে জাভি এর্নান্দেসের দল।

গোল করে আল নাসরকে জেতালেন রোনাল্ডো

আপনজন ডেস্ক: সৌদি প্রো লিগে জয়ের ধারায় আল নাসর। ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর শেষ দিকের গোলে আল তাইকে ২-১ গোলে হারিয়েছে তারা। এতে লিগে টানা ষষ্ঠ ম্যাচ জিতল আল নাসর। আট ম্যাচে ছয় জয়ের সঙ্গে দুই হার। ২০ পয়েন্ট নিয়ে আছে টেবিলের তৃতীয় স্থানে। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল ইত্তিহাদ।

প্রতিপক্ষের মাঠে শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসরই। ৩২ মিনিটে রোনাল্ডোর অ্যাসিস্টে নাসরকে এগিয়ে নেন অ্যান্ডারসন তালিসকা। এই অর্ধে আর গোল হয়নি। ৭৯ মিনিটে সমতা ফেরায় আল তাই। গোল করেন ভার্গিল মিসিডান। ৮৪ মিনিটে বক্সের ভেতরে রোনাল্ডোকে ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। সেই পেনাল্টি থেকেই জয় নিশ্চিত করেন পর্তুগিজ তারকা। সাত ম্যাচ খেলে রোনাল্ডোর এটি দশম গোল।

নেইমারের পেনাল্টি মিসের পরও আল হিলালের জয়

আপনজন ডেস্ক: রিয়াদের বিপক্ষে আল হিলালের হয়ে সেটি ছিল নেইমারের অভিষেক ম্যাচ। ব্রাজিলিয়ান তারকা বদলি হয়ে মাঠে নামার পর পেনাল্টি পেয়েছিল আল হিলাল। কিন্তু নেইমারের বদলে সৌদি আরব তারকা সালেম আল-দাওসারি পেনাল্টি নেওয়ায় তাঁকে দুয়ো দিয়েছিলেন আল হিলালের সমর্থকেরা।

প্রায় দুই সপ্তাহ পর গতকাল রাতে এই সৌদি প্রো লিগের ম্যাচেই আল শাবাবের বিপক্ষে পেনাল্টি পেয়েছিল আল হিলাল আর মাঠেও ছিলেন গত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে গোল করা সৌদি উইঙ্গার সালেম আল-দাওসিরি।

কিন্তু পেনাল্টিটা নিয়েছেন নেইমার। ম্যাচটি না দেখে থাকলে কিংবা ম্যাচের ফল না জানা থাকলে পেনাল্টি থেকে নেইমার গোল করেছেন—এটা ভেবে নেওয়াই স্বাভাবিক। ভুল। মিস করছেন! আল শাবাবের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে সৌদি প্রো লিগে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছে আল হিলাল।

এই ম্যাচে শুধু পেনাল্টিটাই মিস করেছেন নেইমার। এ ছাড়া তাঁর পারফরম্যান্স ছিল বেশ ভালো। কর্নার থেকে ৬৮ মিনিটে কালিদু কুলিবালিকে দিয়ে গোল করিয়েছেন। গোলের আরও ৩টি ভালো সুযোগও তৈরি করেছিলেন। ৮ মিনিট পর আল হিলালের হয়ে দ্বিতীয় গোল করা মিত্রোভিচের লক্ষ্যভেদের কারিগরও নেইমার। ব্রাজিলিয়ান তারকা ব্যক্তিগত দক্ষতায় আল শাবাবের বক্সে ঢুকে সার্বিয়ান স্ট্রাইকারকে গোলের সুযোগ করে দেন। তার আগে প্রথমার্ধে ৩৭ মিনিটে পাওয়া পেনাল্টি থেকে বল পোস্টে মারেন নেইমার। আল হিলালের হয়ে এখনো গোলের মুখ দেখেননি ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

গাভাস্কারের চোখে বিশ্বকাপ জিতবে ইংল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে শেষ হাসি হাসবে কোন দল? রোহিত শর্মা, বাবর আজম, প্যাট কামিন্স, জস বাটলার...কোন অধিনায়কের হাতে উঠবে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ট্রফি?

আর মাত্র পাঁচ দিন, আগামী ৫ অক্টোবর শুরু হবে এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এর আগে চলছে ফেবারিট নির্বাচনের পালা। বেশির ভাগ সাবেক ক্রিকেটার ও বিশ্লেষক বেছে নিচ্ছেন চার সেমিফাইনালিস্ট। ঘুরেফিরে আসছে চার-পাঁচটি দলের নাম—ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

সুনীল গাভাস্কার অবশ্য চার-পাঁচটি নয়, একটি দলের নামই বলেছেন। ১৯ নভেম্বর কোন দল ভাসবে বিশ্বকাপ জয়ের উচ্ছ্বাসে—এ বিষয়ে বলতে গিয়ে কিংবদন্তি ভারতীয় ক্রিকেটার বলেছেন ইংল্যান্ডের কথা। কেন তিনি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে এগিয়ে রাখছেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন গাভাস্কার।

ক্রিকেট বিশ্বে এ মুহূর্তে সেরা বিশ্লেষকদের একজন গাভাস্কার। তাঁর বিশ্লেষণের অন্যরকম একটা ওজন আছে। সেই গাভাস্কার বলেছেন, কাগজ-কলমে ইংল্যান্ড অসাধারণ। বিশ্বকাপ জিততে একটা দলের যা যা দরকার, এর সবই দলটিতে আছে বলে মনে করেন তিনি। এ ছাড়া অবসর ভেঙে অলরাউন্ডার বেন স্টোকস ফেরায় ইংল্যান্ডের আশা আরও বেড়েছে, এমনটিই ধারণা গাভাস্কারের।

এবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারে কোন দল—এমন এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় টিভি চ্যানেল স্টার স্পোর্টসকে গাভাস্কার বলেছেন, 'ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। দলটির ব্যাটিং অর্ডারে যে ধরনের প্রতিভা আছে, তার জন্য আমি এটা বলছি। তাদের দলে দু-তিনজন বিশ্বমানের অলরাউন্ডার আছে, তারা ব্যাট বা বল হাতে খেলা বদলে দিতে পারে।'

গাভাস্কার এরপর যোগ করেন, 'তারা খুব ভালো একটি বোলিং লাইনআপ পেয়েছে। অভিজ্ঞ এক বোলিং লাইনআপ। তাই আমার কাছে এ মুহূর্তে ইংল্যান্ডই (ফেবারিট)।'

বিশ্বকাপের দুটি মাসকটের নাম জানাল আইসিসি

আপনজন ডেস্ক: লিঙ্গ সমতা তুলে ধরতে এবারের বিশ্বকাপে দুই মাসকট উন্মোচন করেছিল আইসিসি। গত মাসে উন্মোচিত লাল পোশাক পরা মাসকটটি ছিল নারী আর নীল পোশাকেরটা পুরুষ। কিন্তু মাসকট দুটির নাম সে সময় জানানো হয়নি।

বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কাজটা সমর্থকদের ওপর ছেড়ে দেয়। এ জন্য ভোটাভুটির আয়োজন করে। আইসিসি ইভেন্টের প্রধান ক্রিস টেটলি জানান, সবচেয়ে বেশি ক্রিকেটপ্রেমী যে দুটি নাম প্রস্তাব করবেন, সেই নামই চূড়ান্ত করা হবে। বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র পাঁচ দিন আগে সেই নাম দুটি প্রকাশ করল আইসিসি।

ক্রিকেটপ্রেমীদের ভোটে যে দুটি নাম নির্বাচিত হয়েছে, সেগুলো হলো ব্লেজ ও টঙ্ক। আজ নিজেদের ওয়েবসাইটে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আইসিসি। ব্লেজ ও টঙ্ককে বিশ্বকাপের সব ভেন্যুতেই দেখা যাবে। এ ছাড়া ফ্যানস পার্কগুলোয়ও থাকবে। মাসকট দুটি দর্শক-সমর্থকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাঁদের আরও উজ্জীবিত করবে।

ক্রিস টেটলি আগেই বলেছিলেন, 'একতা ও আবেগের আলোকবর্তিকা হিসেবে মাসকট দুটি সীমানা ও সংস্কৃতি ছাড়িয়ে যাওয়া ক্রিকেটের আবেদনকে নির্দেশ করবে। উভয় লিঙ্গের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে গতিশীল বিশ্বে লিঙ্গ সমতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে প্রতিফলিত করবে।'

আইসিসির ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা ব্লেজ-টঙ্কের ভিডিওতে ওই কথাগুলোরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ব্লেজ হলো নারী মাসকট, যে দ্রুতগতিতে বোলিং করে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। নির্ভুলতা, অতুলনীয় প্রতিফলন, সীমাহীন নমনীয়তা ও দৃঢ় সংকল্পের কারণে সে একজন ফাস্ট বোলিং সেনসেশন। ব্লেজ লাল রঙের পোশাকের সঙ্গে কোমরে একটি বেল্ট বেঁধেছে, যেটার সঙ্গে ছয়টি ক্রিকেট বলের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন গোলাকার বস্তু রয়েছে। প্রতিটিই খেলার কৌশল পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

আর টঙ্ক হলো পুরুষ মাসকট। নীল পোশাক পরা হিমশীতল স্বভাবের টঙ্ক একজন চ্যাম্পিয়ন ব্যাটসম্যান। সে একটি তড়িৎচুম্বকীয় ব্যাট দিয়ে খেলে। এটা দিয়ে সব ধরনের শট খেলতে পারে। তার একেকটা শট চমকে দেওয়ার মতো, ব্যাটিং-চাতুর্য দর্শকদের আনন্দের উপলক্ষ এনে দেয় এবং ক্রিকেটের সর্ববৃহৎ মঞ্চকে আলোকিত করে।

আগামী ৫ অক্টোবর আহমেদাবাদে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপ। ১০টি দল ভারতের ১০ ভেন্যুতে ৪৬ দিনে ৪৮ ম্যাচ খেলবে। ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদেই হবে ফাইনাল।

গোবিন্দপুর রাজনগর হাই স্কুল ময়দানে ৮ টিমের ফুটবল টুর্নামেন্ট

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন ডেস্ক: গোবিন্দপুর রাজনগর হাই স্কুলের উদ্যোগে ইন্টার হাউস ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন। শনিবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার গোবিন্দপুর রাজনগর হাই স্কুল প্রাঙ্গনে ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সদস্য জিলার রহমান। এদিন ফুটবলে শর্ট মেরে খেলার শুভ সূচনা করেন জেলা পরিষদের সদস্য জিল্লার রহমান।

স্কুলের শিক্ষক জানান আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আব্দুল কাদের মন্ডল মেমোরিয়াল ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এখানে ছাত্ররা খেলায় অংশগ্রহণ করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি শরীর ও মন ভালো রাখতে খেলাধুলারও প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে , স্কুল প্রাঙ্গণের ময়দানে ইন্টার হাউস ফুটবল টুর্নামেন্টের আট টিমের আয়োজন করা হয়। খেলা শেষে জয়ী ও রানার্সের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই খেলা দেখতে ভিড় জমায় ফুটবল খেলা প্রেমীরা। এদিন এই ফুটবল টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়া ব্লকের বিডিও রাজা ভৌমিক, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক মোঃ শাফি, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের দুই সদস্য জিল্লা রহমান ও লাজিনা, পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আহাতাব উদ্দিন শেখ, কৃষি কর্মদক্ষ বনমালী সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী জসিম উদ্দিন শেখ, স্কুলের পরিচলন কমিটির সভাপতি, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জমসের আলী, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শিক্ষক শিক্ষিকারা।

ভারতকে 'দুশমন দেশ' বলা পিসিবি চেয়ারম্যানের সুর বদল

আপনজন ডেস্ক: ভারতকে 'দুশমন দেশ' বলে মন্তব্য করার পর থেকে বেশ তোপের মুখে আছেন পিসিবির ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ। এ মন্তব্যের পর থেকে ভারতীয়রা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধুয়ে দিচ্ছে তাঁকে। এবার সেই তোপ থেকে বাঁচতে এবং সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা পেতে নতুন করে বিবৃতি দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

পিসিবি প্রধানের পক্ষ থেকে দেওয়া সেই বিবৃতিতে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে গিয়ে বাবর-রিজওয়ানদের উষ্ণ অভ্যর্থনা পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাসের কথা বলা হয়েছে। এমন অভ্যর্থনার জন্য জাকা আশরাফ ভারতীয়দের অভিনন্দনও জানিয়েছেন।

পাশাপাশি তিনি ভারত-পাকিস্তানের লড়াই শত্রুতামূলক নয় বলেও মন্তব্য করেছেন।

পাকিস্তান দলকে দেওয়া অভ্যর্থনা নিয়ে সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'তিনি (জাকা আশরাফ) বলেছেন, পাকিস্তান দলকে ভারতে যেভাবে বরণ করে নেওয়া হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে দুই দেশের মানুষ একে অপরের খেলোয়াড়দের কতটা ভালোবাসে। হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে যেভাবে খেলোয়াড়দের বরণ করা হয়েছে, তা সেই ভালোবাসার প্রমাণই দেয়। এমন অভ্যর্থনার জন্য জাকা আশরাফ ভারতীয়দের অভিনন্দন জানাচ্ছেন।'

এরপর বিবৃতিতে দুশমন দেশের প্রসঙ্গও বলা হয়েছে, 'যখনই ভারত-পাকিস্তান মাঠে পা রাখে, তখন তারা ঐতিহ্যগত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়, শত্রু হিসেবে নয়। জাকা আশরাফ আশা করেন, বিশ্বকাপজুড়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা এমনই উষ্ণ আতিথেয়তা পাবে। ভারতীয় সমর্থকেরাও পাকিস্তানের কাছ থেকে তাদের সেরা ক্রিকেটটা দেখতে পাবে।'

এর আগে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ৩ শতাংশ লভ্যাংশ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে কথা বলার সময়ই ভারতকে দুশমন দেশ বলে মন্তব্য করেছিলেন জাকা আশরাফ। সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'নতুন চুক্তিতে আমরা খেলোয়াড়দের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছি। আমি যতটা করেছি, আর কেউ খেলোয়াড়দের জন্য এত বাজেট বরাদ্দ করেনি। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, খেলোয়াড়েরা যখন দুশমন দেশে (শত্রুদেশ) বা অন্য কোথাও খেলতে যাবে, তখন যেন তাদের মন বড় থাকে।'

জাকা আশরাফের এ বক্তব্য ভালোভাবে নিতে পারেনি ভারতীয়রা। টুইটারে ভারতীয় ক্রিকেটের অনেক সমর্থক ধুয়ে দিয়েছেন তাঁকে। সৌরভ মালহোত্রা নামের এক টুইটার ব্যবহারকারী জাকা আশরাফের বক্তব্যের ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, 'দুশমন দেশ—মনের কথা মুখে চলে এসেছে।' আরেকজন লিখেছেন, 'দুশমন দেশে খেলোয়াড়দের পাঠিয়েছ কেন? আমাদের থেকে শেখো, আমরা দুশমন দেশে খেলোয়াড়দের পাঠাই না। এর জন্য গোটা ভেন্যু বদলাতে হলে সেটাই করি। এত ক্ষমতা তোমাদের কি আছে?'

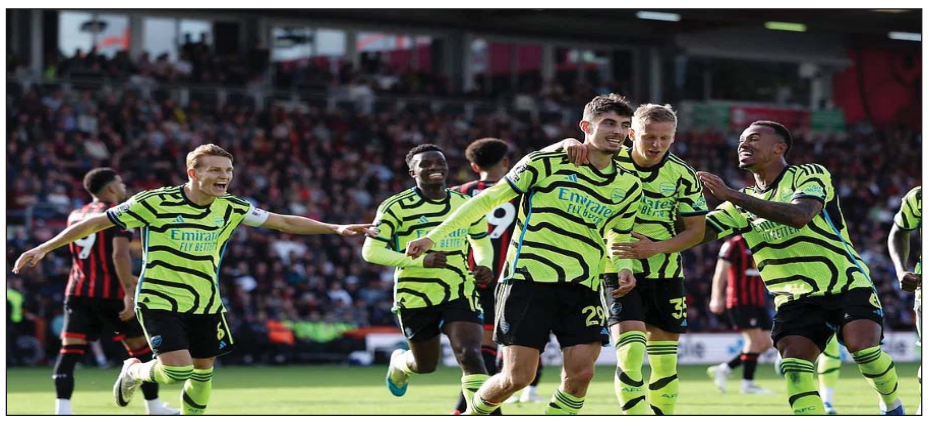

বোর্নমাউথকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। আর্সেনাল প্রতিপক্ষের মাঠে ৪-০ ব্যবধানের জয় পেয়েছে। এর মধ্যে দুটিই ছিল পেনাল্টি থেকে। প্রথমার্ধেই ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় তারা। ১৭ মিনিটে আর্সেনালের প্রথম গোলটি করেন সাকা।

যুবরাজের চার সেমিফাইনালের তালিকায় নেই পাকিস্তান

আপনজন ডেস্ক: চলছে বিশ্বকাপের ক্ষণগণনা। আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। তারপরই বিশ্বকাপ ট্রফি সামনে রেখে শুরু হবে ব্যাট-বলের ধুন্ধুমার লড়াই। বিশ্বকাপ সামনে রেখে সাবেক ও কিংবদন্তি ক্রিকেটাররাও এখন সরব হয়েছে। দলগুলোর শক্তি-সামর্থ্য বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি দিচ্ছেন নিজেদের ভবিষ্যদ্বাণীও।

এবার বিশ্বকাপ নিয়ে নিজের নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরার পাশাপাশি সেমিফাইনালে খেলা সম্ভাব্য চার দলের নামও বলেছেন ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার এবং ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক যুবরাজ সিং। সেখানে তিনি মূলত সেমিফাইনাল খেলতে পারে এমন চারটি নয়, বরং পাঁচটি দলের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে যুবরাজের সেই শীর্ষ পাঁচ দলের মধ্যে নেই বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানদের পাকিস্তান।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেমিফাইনালের জন্য নিজের ফেবারিট বাছাই করতে গিয়ে যুবরাজ বলেছেন, 'অবশ্যই ভারত-অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালে থাকবে। আমি এখানে পাঁচটি দলকে সেমিফাইনালের জন্য বাছাই করব। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড এবং আমার মনে হয় দক্ষিণ আফ্রিকার পাওনা আছে। সাদা বলে তাদের একটি ট্রফি দরকার।' অন্যদিকে ভারতীয় দলে অক্ষর প্যাটেলের বদলে ওয়াশিংটন সুন্দরকে না নিয়ে রবীচন্দ্রন অশ্বিনকে নেওয়ার সমালোচনাও করেছেন যুবরাজ। তিনি বলেছেন, 'অক্ষর না থাকায় আমাদের একটু অপেক্ষা করে দেখা উচিত ছিল ৭ নম্বরে কে ব্যাট করতে পারে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**